বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ১০, আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩০, অক্টোবর ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৭ ■ সংখ্যা ১০
■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩০
■ অক্টোবর ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
আখতারুজ জামান খান কবির
এম এম ফজলুল হক আরিফ
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ
আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার
সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য
মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিয়া
মীর মোহাম্মদ ফারুক

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মাইনুল হোসেন
মো. আবু হাসনাত
মোঃ রাকিবুল ইসলাম
রাজমিন আক্তার
মাহী আক্তার মীম

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো: ইব্রাহিম
ট্রিম কেয়ার

প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

ই-মেইল
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ আমাদের এই স্বদেশ। সমুদ্র মেখলা এদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রং-বেরঙের সমারোহ ঘটায় তার ষড়-ঋতুর আবর্তনে। সারা বছর ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশ জুড়ে নানান রঙের খেলা চলে, ঘটে আবহাওয়ার রকমফের; বদলায় প্রকৃতির রূপ আর সেই সাথে মানব মনে ভাবের বিচিত্র সমাবেশ ঘটায়। সময়ের বহমানতায় সবুজ ঘাসের উপর মুক্তার মতন বিন্দু বিন্দু কুয়াশার অলঙ্করণ দেখেই বুঝা যায় শরতের শেষে হেমন্ত এসেছে বাংলার প্রকৃতিতে। বাংলাদেশের মতন প্রকৃতিতে ঋতুর এমন বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়না। ঋতুর পালাবদলের সাথে বাঙালির উৎসব উদযাপনের একটি যোগসাজশ রয়েছে। শরতের শারদীয় উৎসব শেষে হেমন্তের নবান্ন উৎসবের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছে ঋতুপ্রিয় বাঙালি জাতি।

শরৎ-হেমন্তের এই সময়ে এগিয়ে চলেছে স্কাউটিং কার্যক্রম। দেশব্যাপী বাংলাদেশ স্কাউটস উৎসবমুখর পরিবেশে ৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি, ২০২৩ আয়োজন করে। এছাড়া জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অ্যাডাল্ট ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।

এবারের অগ্রদূত সংখ্যায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন বিভাগের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশব্যাপী বাস্তবায়িত বিভিন্ন স্কাউটিং কার্যক্রমের উপর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত ৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে প্রচ্ছদ অলঙ্করণ।

দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ, তথ্যবহুল, প্রাসঙ্গিক ও সচিত্র উপস্থাপনায় সজ্জিত এবারের অগ্রদূত পাঠক প্রিয়তা পেলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	০১
সূচীপত্র	০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন : ৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	০৩-০৪
বিশেষ প্রতিবেদন : ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন এআইএস	০৫
প্রতিবেদন : ৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ আয়োজনে বাংলাদেশ স্কাউটস	০৬-০৭
বিষেশ রচনা : দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন পালিত	০৮-০৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : ল্যাপটপ স্লো হলে করণীয়	১০
ভ্রমণ কাহিনী : ০৪. আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী	১১-১২
ভ্রমণ কাহিনী : সীম্যানগুমের দিনলিপি স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়াঃ	১৩-১৪
ফিচার : "হেমন্তের শেষে, শীতের প্রস্তুতি"	১৫
ফিচার : Bangladeshi-origin youth in the United States, has earned the rank of "Eagle Scout" – the highest rank in the Boy Scouts of America	১৬
ফটো গ্যালারী	১৭-২৪
খেলাধুলা : চিরবিদায় কিংবদন্তি ক্রিকেটার হিথ স্ট্রিক	২৫
স্বাস্থ্য কথা : শিশুদের কৃমির সংক্রমণ এবং মুক্তির উপায়	২৬-২৭
কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ	২৮-২৯
সাম্প্রতিক বিশ্ব	৩০-৩১
কবিতা : রোভারিং	৩২
স্কাউট সংবাদ	৩৩-৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ । উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উলেখ থাকতে হবে।
অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না ।

- সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: **agradoot@scouts.gov.bd**

ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিশ্বব্যাপী ২০-২২ অক্টোবর ২০২৩ বিশ্ব স্কাউটস সংস্থার আয়োজনে ৬৬তম জোটা (Jamboree on the Air-JOTA) ও ২৭তম জোটি (Jamboree on the Air-JOTA) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলে একযোগে জোটা, জোটি ও জোটস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের আয়োজনে ২১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় জাতীয় স্কাউট ভবনের শামস হলে ৬৬তম জোটা (Jamboree on the Air-JOTA) ও ২৭তম জোটি (Jamboree on the Air-JOTA) ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

৬৬তম জোটা, ২৭তম জোটি ও জোটস ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাবেক চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান এবং জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) ও ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ এর সিনিয়র পার্টনারশীপস এডভাইজার জনাব মোঃ মোহসীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউলাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিং।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রত্যেকটি অঞ্চলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি গ্রুপে, উপজেলায় জেলা স্কাউট ও জেলা রোভারের পরিচালনায় এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা

হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকায় বেইস ক্যাম্প হতে এই জাম্বুরীর কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। ৬৬তম জোটা ও ২৭তম জোটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের সভাপতি বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি আহবায়ক, জেলা স্কাউটস, জেলা রোভার এর কমিশনার, আইসিটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্কাউটার, সংশিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, সম্পাদক, স্কাউটস/জেলা রোভার সম্পাদকগণের (সদস্য সচিব) সমন্বয়ে জেলা টাস্কফোর্স কাজ করে।

জোটা জোটি (JOTA JOTI) এবং জোটস উপলক্ষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে নমুনা ব্যাজ তৈরি করে সকল জেলায় প্রেরণ করা হয়। জোটা জোটিতে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা রেডিও/স্মার্টফোনের Decoder Apps এর মাধ্যমে দেশবিদেশের স্কাউটদের সাথে তথ্য আদান-প্রদান ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়। কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সাথে জোটা-জোটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

জাম্বুরী-অন-দি-এয়ার বা জোটা (JOTA): জাম্বুরী-অন-দি-এয়ার বা জোটা, বিশ্ব স্কাউটস সংস্থার সবচেয়ে বড় স্কাউটিং ইভেন্ট। প্রতিবছর অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে (শনি ও রবিবার) এই জোটা বিশ্বব্যাপী একযোগে অনুষ্ঠিত হয় যা স্কাউটসদের জন্য রেডিওতে পরস্পরের সাথে ভাব আদান প্রদান করার একটা বিশেষ সুযোগ করে দেয়। যেকোন বড় স্কাউটস সমাবেশ থেকে লাইসেন্সধারী এ্যামেচার রেডিও অপারেটরদের সহায়তা নিয়ে রেডিও স্কাউটিং কিংবা জাম্বুরী-অন-দি-এয়ার এর আয়োজন করা যায়। জাম্বুরী-অন-দি-এয়ার এ সাধারণত এ্যামেচার রেডিও পরিচালনার জন্য এইচএফ, ভিএইচএফ, ইউএইচএফ, বেতার যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

জাম্বুরী-অন-দি-ইন্টারনেট বা জোটি (JOTI): নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে জোটার পাশাপাশি ইন্টারনেট ভিত্তিক জাম্বুরী-অন-দি-ইন্টারনেট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে ডাটা সংযোগসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ১৯৯৫ সালের ১৮-২২, ডিসেম্বর বরগুনার পায়রা নদীর পাড়ে "তামাতু" নামক স্থানে ২য় এশিয়া প্যাসিফিক কমডেকা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বাংলাদেশ স্কউটস প্রথম এ্যামেচার রেডিও প্রদর্শনী করে। স্কাউটদের এ্যামেচার রেডিওতে অনুপ্রাণিত করতে সেখানেই "বাংলাদেশ এ্যামেচার রেডিও লীগ" (BARL) বিশেষ কল সাইন s21APC নিয়ে একটি এ্যামেচার রেডিও স্টেশন স্থাপন করে।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন এআইএস

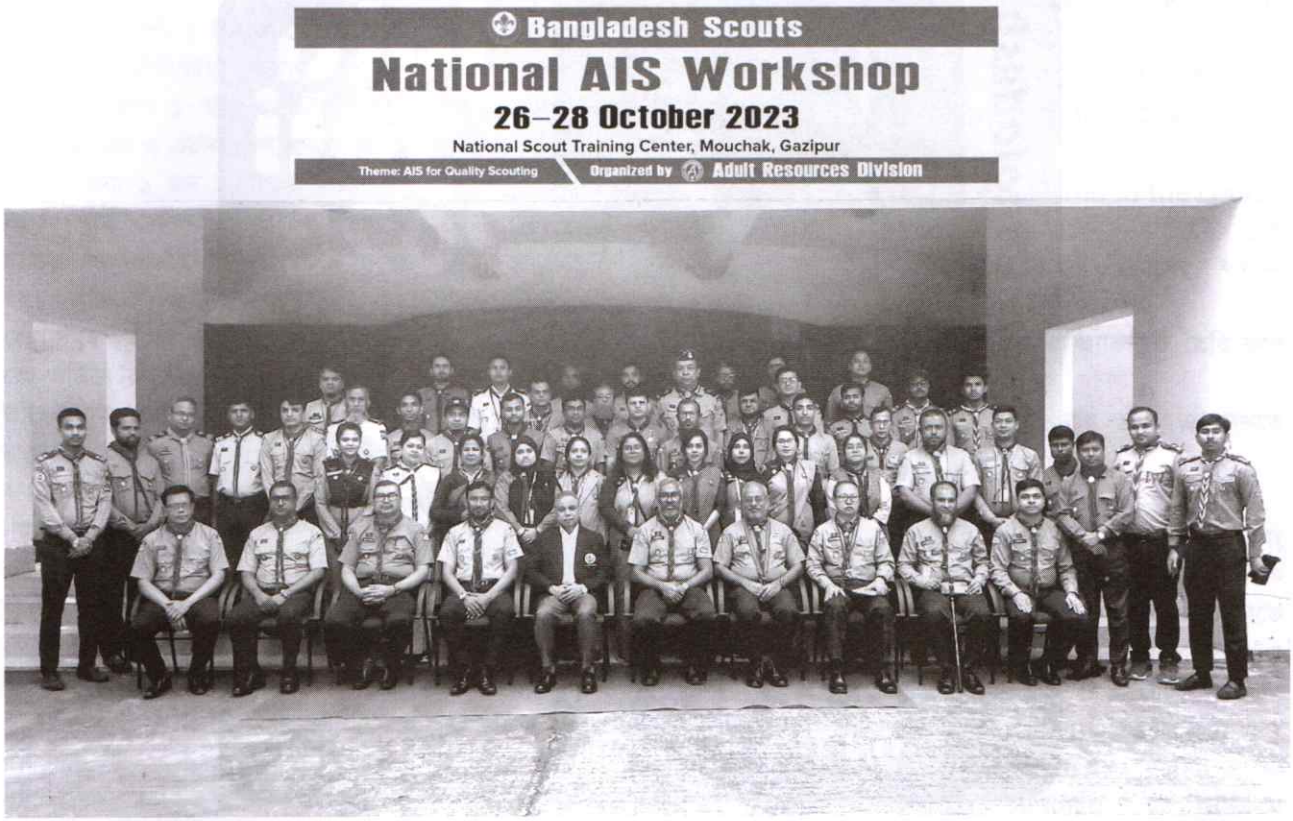

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনা ও এডাল্ট ইন স্কাউটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৬-২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন এআইএস অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপে AIS for Quality Scouting, Policy, SFH Policy, Meet the President of Bangladesh Scouts, Managerial Skill Development, Youth Program and the Role of Adult Leaders, Code of Conduct, How to maintain mental health of youth members, Stress Management, AIS and Training: Basic Directions, How to keep Scouts workplace risk free, ICT Policy of Bangladesh Scouts বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

ওয়ার্কশপে সেশন গ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর ডা: এস আই মল্লিক, জাতীয় কমিশনার জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, সৈয়দ রফিক আহমেদ, জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার জনাব শরীফ আহমেদ কামাল, উপ পরিচালক জনাব তাপস কান্তি গোলদার এবং জনাব হামজার রহমান শামীম।

এছাড়াও ওয়ার্কশপটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরের পরিচালক জনাব স্বপন কুমার দাস, উপ পরিচালক জনাব সত্য রঞ্জন বর্মন, সহকারী পরিচালক জনাব জনাব মো: সৈকত হোসেন। ওয়ার্কশপটি আয়োজন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করেন এডাল্ট ইন স্কাউটিং বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মো: ইকবাল হাসান। বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করে রোভার ইয়াছিন হোসেন ইমন।

ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চল থেকে মনোনীত ৫৪ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ আয়োজনে বাংলাদেশ স্কাউটস

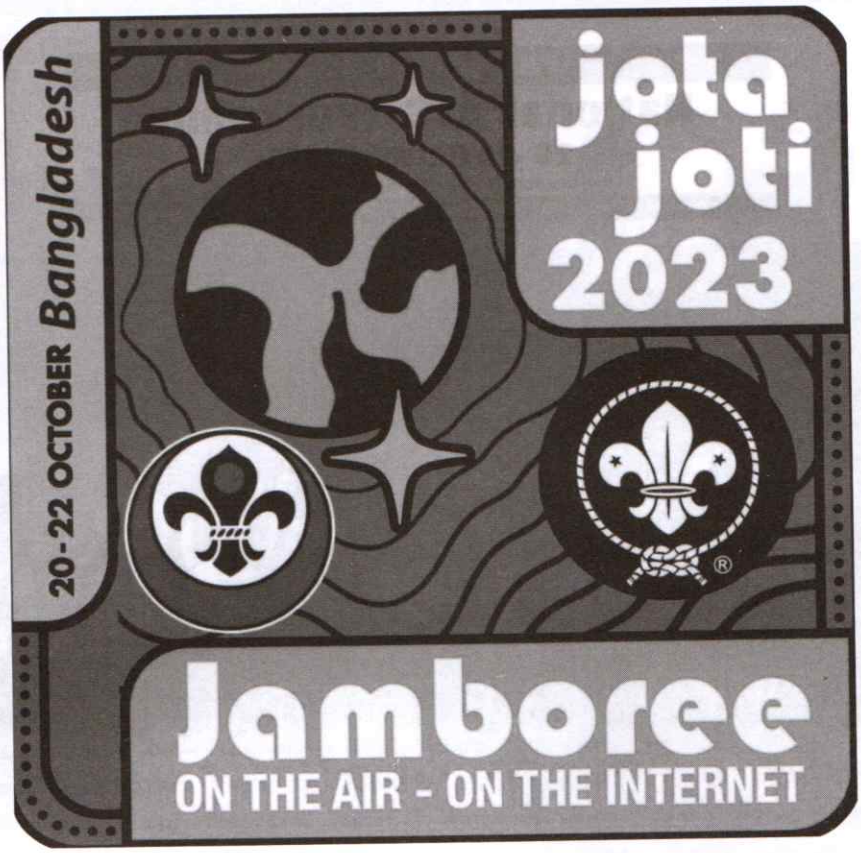

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী আগামী ২০-২২ অক্টোবর ২০২৩ দেশব্যাপী সকল জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ৬৬তম জোটা (Jamboree on the Air, JOTA) ও ২৭ তম জোটি (Jamboree on the Internet, JOTI) অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য :

সামাজিক দূরত্ব, পরিচ্ছন্নতা এবং হাঁচি-কাশি শিষ্ঠাচার মেনে অধিক সংখ্যক কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট যাতে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্যে রেখে এ বছর জোটা এবং জোটি বাস্তবায়ন করা হবে। বিদ্যমান স্কাউট প্রোগ্রামের পাশাপাশি এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক স্কাউটিং কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পায়।

ভেন্যু :

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রত্যেকটি অঞ্চলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি গ্রুপে, উপজেলা স্কাউটস, জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের পরিচালনায় এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হবে। জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স এবং জেলা কো-অর্ডিনেটর ০৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে জাতীয় সদর দফতরকে প্রস্তুতির বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকা হতে জাম্বুরীর কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

জেলা টাস্কফোর্স গঠন :

৬৬ তম জোটা ও ২৭ তম জোটি সুষ্ঠু পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জেলা স্কাউটস/জেলা রোভারের সভাপতি অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি আহবায়ক, জেলা স্কাউটস/জেলা রোভার এর কমিশনার, আইসিটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্কাউটার, সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, জেলা স্কাউটস/জেলা রোভার সম্পাদকগণের (সদস্য সচিব) সমন্বয়ে জেলা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। রেলওয়ে, নৌ, ও এয়ার জেলাসমূহের ক্ষেত্রে জেলা

স্কাউটস কমিটির সভাপতি অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি টাস্কফোর্সের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং জেলা স্কাউটস এর ন্যায় উক্ত টাস্কফোর্স গঠিত হয়।

জোটা-জোটি জেলা কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ : জেলা টাস্কফোর্স তথ্য প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট ব্যবহারে পারদর্শী ১ জনকে জোটা জোটি জেলা কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ (প্রতিটি স্টেশনের জন্য ১ জন স্কাউটার) এবং রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার জেলা থেকে (প্রতি জেলার জন্য ১ জন স্কাউটার) মনোনয়ন করে (পূর্বে স্টেশন অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়)। আঞ্চলিক স্কাউটস তার আওতাধীন জেলাসমূহ হতে জোটা জোটি জেলা কো-অর্ডিনেটরগণের তালিকা সংগ্রহ করে তাঁদের নাম, পদবী, ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর ০১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ই-মেইল ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কাউকে জোটা-জোটি জেলা কো-অর্ডিনেটর হিসেবে মনোনীত না করার জন্য অনুরোধ করা হয় ।

ওরিয়েন্টেশন:

০৪ অক্টোবর ২০২৩ জেলা পর্যায় থেকে মনোনীত জোটা-জোটি জেলা কো অর্ডিনেটরদের অনলাইন ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন এর সময় ও জুম আইডি পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হয় ।

জোটা-জোটি ব্যাজ :

জোটা-জোটি (JOTA-JOTI) উপলক্ষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে নমুনা ব্যাজ তৈরি করে সকল জেলায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়া কোন ইউনিট তাদের নিজ অর্থায়নে ব্যাজ সংগ্রহ করতে চাইলে ইউনিটের নাম, জোটা-জোটি আয়োজনের স্থান ও তারিখ, অংশগ্রহণকারীগনের তালিকা উল্লেখ করে ০১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে উপ-পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস) বরাবরে বর্ণিত ই-মেইল (scoutjahir@gmail.com) ঠিকানায় ব্যাজের চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হয়।

জোটা-জোটি কার্যক্রম:

জোট-জোটি (JOTA-JOTI) ২০২৩ এর অংশগ্রহণকারীগণ রেডিও/স্মার্টফোনের Decoder Apps এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের স্কাউটদের সাথে তথ্য আদান-প্রদান ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সাথে জোটা-জোটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

ফেইসবুক গ্রুপ ও ফেইসবুক পেইজ:

জোটা-জোটি সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিবর্ণিত ফেইসবুক গ্রুপও পেইজে পাওয়া যাবে। ফেইসবুক গ্রুপও পেইজে যে কোন পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী সরাসরি ম্যাসেজ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় সদর দফতর হতে জোটা-জোটি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

জোটা-জোটি রেজিস্ট্রেশন :

জোটা-জোটি ২০২৩ এ অংশগ্রহণে আগ্রহী নিজ অথবা নিজ দলের ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করে জোটা-জোটি ওয়েবসাইটে (www.jotajoti.info) রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে। Safe from Harm পলিসি অনুসরণ করে জোটা-জোটিতে অংশগ্রহণ করতে হয়- এ প্রেক্ষিতে Be Safe online course এ অবশ্যই অংশ নিতে হবে (jotajoti.info/ be safe) ।

জোটা-জোটি ২০২৩ এ রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতি :

১। প্রথমে jotajoti.info তে যাবেন।
২। Sign up এ ক্লিক করবেন।
৩। আপনাকে World Scout ওয়েব সাইটে নিয়ে যাবে। সেখানে আপনার একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন।
৪। Email ভেরিফাই করার পর jotajoti.info তে লগইন করবেন world scout অ্যাকাউন্ট এর সাহায্যে।
৫। জোটা-জোটি অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাওয়ার পর পার্টিসিপেন্ট রেজিস্ট্রেশন কর।
৬। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর My Account এ গিয়ে আপনার Jota-Joti ২০২৩ এর JID দেখতে পাবেন।

Safe From Harm কোর্স করার নিয়ম:-

১। প্রথমে jotajoti.info তে গিয়ে লগইন করবেন।
২। ৩ লাইন এর একটা অপশন পাবেন সেখানে ক্লিক করবেন।
অনেক গুলো অপশন আসবে, সেখানে ইব ঝধভব নামে একটা অপশন পাবেন। সেখানে ক্লিক করবেন।
৩। একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে যাবেন, সেখানে online safet নামে একটা প্যারা পাবেন।
৪। সেখানে Take me to the course নামে অপশন পাবেন। সেটাতে ক্লিক করবেন। আপনাকে কোর্সের লগইন পেইজে নিয়ে যাবে।
৫। তারপর একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে লগইন করবেন
৬। কোর্সটি আপনার স্ক্রীন এ দেখতে পাবেন

সামাজিক দূরত্ব, পরিচ্ছন্নতা এবং হাঁচি-কাশি শিষ্ঠাচার মেনে অধিক সংখ্যক কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট যাতে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্যে রেখে এ বছর জোটা এবং জোটি বাস্তবায়ন করা হয়। বিদ্যমান স্কাউট প্রোগ্রামের পাশাপাশি এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক স্কাউটিং কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পায়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন পালিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন ছিল ১৮ অক্টোবর, ২০২৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মানবতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকদের নির্মম বুলেট থেকে রক্ষা পাননি শিশু শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নরপিশাচরা নির্মমভাবে তাকেও হত্যা করেছিল। সেই সময় তিনি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। শিশু রাসেলের জীবন সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের কাছে তুলে ধরতে তাঁর জন্মদিনকে 'শেখ রাসেল দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয়বারের মতো 'শেখ রাসেল দিবস' পালনের প্রতিপাদ্য 'শেখ রাসেল দীপ্তিময়, নির্ভীক নির্মল দুর্জয়'।

জাতীয়ভাবে সারা দেশে একযোগে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়েছে। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ উক্তদিন সকাল সাড়ে ৮টায় বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টে নিহত সব শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে।

আইসিটি অধিদফতর এবং শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে উক্তদিন সকাল সাড়ে ৮টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে সবার অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) শেখ রাসেল দিবসের উদ্বোধন করেন এবং শেখ রাসেল পদক-২০২৩ ও স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার বিতরণ করেন। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

রাসেলের জন্মের পর বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও নোবেল

বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পরিবারের নতুন সদস্যের নাম রাখেন 'রাসেল'। শৈশব থেকেই দুরন্ত প্রাণবন্ত রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার অতি আদরের। কিন্তু মাত্র দেড় বছর বয়স থেকেই প্রিয় পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাতের একমাত্র স্থান হয়ে ওঠে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। তবে সাত বছর বয়সে ১৯৭১ সালে তিনি নিজেই বন্দি হয়ে যান। ১৯৭১ সালে রাসেল তাঁর মা ও দুই বোনসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। পিতা বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি এবং বড় দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল চলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধে। মা ও বোনসহ পরিবারের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্ত হন। রাসেল 'জয় বাংলা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাইরে তখন চলছে বিজয়-উৎসব।

শেখ রাসেলের ভুবন ছিল তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালকে ঘিরে।

রাসেলের জন্ম নিয়ে শেখ হাসিনার স্মৃতি:

'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেজো ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেজো ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখবো। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিল রাসেল।'

(সূত্র: শেখ হাসিনা রচিত "আমাদের ছোট রাসেল সোনা" বই থেকে)

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ল্যাপটপ স্লো হলে করণীয়

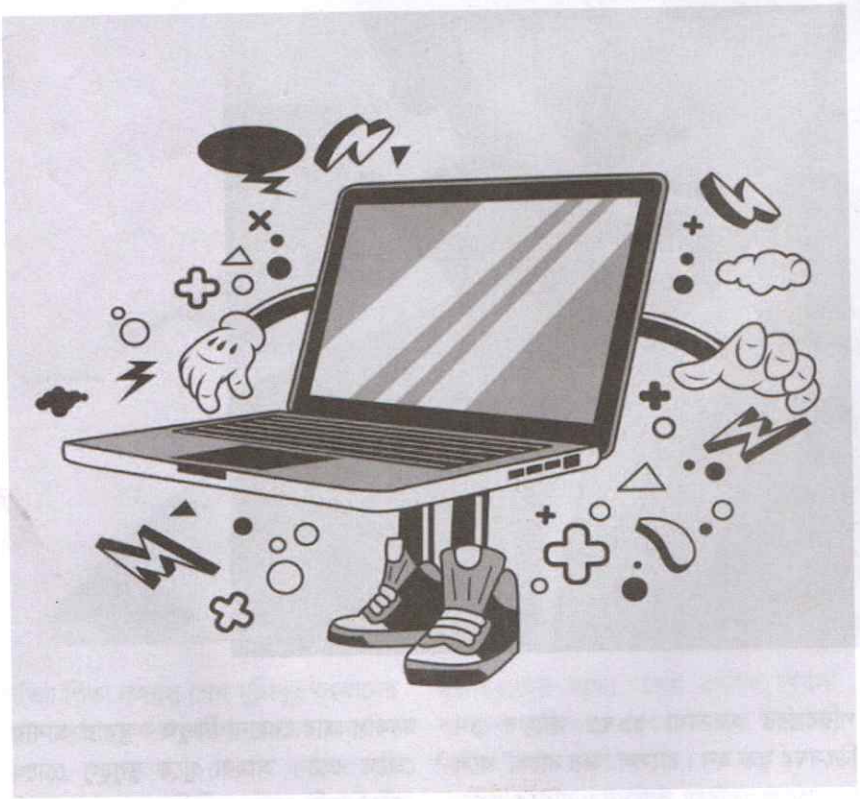

ল্যাপটপ স্লো হলে প্রথমে দেখতে হবে যে, এমন কোনো অ্যাপ আছে কি না, যা অত্যধিক মেমোরি ব্যবহার করছে। এছাড়াও একবার নিজেদের ল্যাপটপ রিস্টার্ট করতে হবে এবং দেখতে হবে সেই সমস্যাটি সমাধান হয়েছে কি না। যদি এভাবে ঠিক না হয় তাহলে যে কাজগুলো করতে পারেন-

>> প্রথমেই খুঁজে বের করুন আপনার ল্যাপটপে কোনো ভাইরাস এফেক্টেড হয়েছে কি না। ভাইরাস, ম্যালওয়্যার পরীক্ষা করতে একটি অ্যান্টিভাইরাস স্ক্যানার চালু করতে হবে।

>> অপ্রয়োজনীয় একাধিক ফাইল জমে ল্যাপটপে গতি কমে যেতে পারে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ফাইল রিসাইকল বিনে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো।

>> ল্যাপটপের গতি বাড়াতে হার্ড ড্রাইভের জায়গা খালি রাখা খুবই জরুরি। কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ সম্পূর্ণ ভরে রাখা একেবারেই উচিত নয়। অনেকেই মনে করেন হার্ড ড্রাইভের ৮৫ শতাংশ ভরে গেলেই তা যন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এতে প্রায় ৫০ শতাংশ গতি হ্রাস পেতে পারে ল্যাপটপের। ডাউনলোড করা প্রোগ্রাম, ছবি, গানের লাইব্রেরি হার্ড ড্রাইভের ওপর চাপ বাড়ায়। এজন্য অপ্রয়োজনীয় ফাইল সরিয়ে ফেলুন।

>> ব্রাউজার পরিষ্কার রাখাও জরুরি। সারা দিনের ইন্টারনেট সার্ফিংয়ের ওপরও ল্যাপটপের গতি নির্ভর করে। একসঙ্গে অনেক ট্যাব খুলে রাখার অভ্যাস আছে অনেকেরই। এতে ব্রাউজার ওভারলোড হয়ে গতি কমে যায় ল্যাপটপের। পাশাপাশি ব্রাউজিং হিস্ট্রি জমিয়ে রাখবেন না। নিয়মিত পরিষ্কার করুন।

>> ল্যাপটপ চালু না হলে, পাওয়ার, এক্টার্নাল ডিভাইস এবং ডিসপ্লে চেক করুন। যদি কারওল্যাপটপ চালু না হয়, তাহলে প্রথমে নিজেদের পাওয়ার সাপ্লাই চেক করতে হবে। যদি এটি ঠিক থাকে এবং ল্যাপটপ চার্জ না হয়, তাহলে এটির সঙ্গে কোনো বাহ্যিক ডিভাইস সংযুক্ত আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। এরপর ডিসপ্লে ঠিক আছে কি না চেক করতে হবে।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

০৪. আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী

এরই মাঝে শেষ হলো ইনচিয়ন এয়ারপোর্টে আমাদের এরাইভেল আনুসঙ্গিকতা!! দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়ন বিমানবন্দরে মনোমুগ্ধকর LG OLED এর দিকে তাকালে মুহূর্তেই থমকে যেতে পারে আপনার দৃষ্টি, কেননা এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম OLED Display স্ক্রিন এর একটি। বিশেষত, এর শৈল্পিক বাঁকানো আকার এবং থিন প্যানেল এর সাথে অভাবনীয় পিকচার কোয়ালিটি এয়ারপোর্টে আসা অতিথিদের মুগ্ধ করে প্রতিনিয়ত। এছাড়া এর Ultra-High Definition (UHD) স্ক্রিনের দুর্দান্ত কালার ক্লিয়ারিটিতে দর্শক হারিয়ে যায় স্বপ্নময় এক জগতে।

এরাইভেল আনুসঙ্গিকতা সম্পন্নের জন্য পিছনে রয়ে গেলো অপেক্ষমান আমাদেরই অনুসারী হাজারো সতীর্থ স্কাউট সহগামী-সহযোদ্ধা। সতীর্থ-সহযাত্রী হয়ে বহির্গমনের পথে শেষ করলাম কিউআর-কোডে অভ্যর্থনা কমিটি কর্তৃক সাইমেন্ডুমের ইপ্সিত যাত্রার অনুমতি। ইনচিয়ন বিমানবন্দর পৃথিবীর বিশাল আয়তনের অন্যতম বিমানবন্দরের একটি। এরাইভেলের সময় বেশ কয়েক কিলোমিটার অটোরেল পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম টারমিনাল-১ এ। যেখান থেকে নির্গমন হবো সমুদ্রপাড়ের সাইমেনগুমে। নিচে এসে দেখি জাম্বুরী ডেস্ক থেকে 'ওয়েলকাম স্কাউটস' ব্যানারে জাম্বরীস্হলে গমনেচ্ছু স্কাউটসদের অভিবাদন জানানোর জন্য স্কাউট স্বেচ্ছাসেবীরা সকল প্রকার সহযোগিতার পসরা নিয়ে দিবারাত প্রস্তুত।

সারা বিশ্বের স্কাউটদের জন্য এয়ারপোর্টে করা হয়েছে একাধিক অভ্যর্থনা মঞ্চ। ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে আছে এয়ারপোর্ট এরাইভেল। কোরিয়ান অভ্যর্থনা কর্মীরা সহাস্য সবিনয়ে এগিয়ে আসছে। বন্দর অভ্যন্তরে সুদৃশ্যমান ঐতিহ্যিক ফোয়ার সদৃশ অলঙ্করণ দেখে মনটা ভরে গেলো। এরই মধ্যে দেখা করে গেলো কোরিয়ায় কাজ করা বাংলাদেশী কিছু শ্রমিক। ওরা প্রাণের টানে জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশীদের সান্নিধ্য পাবার প্রত্যাশায় এখানে এসেছে। জিজ্ঞেস করাতে রাজশাহীর হিরন বললো খেয়ে পড়ে এখানে ভালো আছি। এবারে ঢাকায় যেয়ে সে বাড়ি করার উদ্দেশ্যে জায়গা কিনবে। এও বললো মাসে সে দেড় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করতে পারে। মনটা ভরে গেলো। জোর করে ওদের একজন জুস ও অন্যান্য খাবার কিনে দিলো। ওদের উষ্ণ হৃদয়ের আথিথেয়তা মনে দাগ কেটে রইলো যা কখনোই ভুলবার নয়। এরই মধ্যে দেখলাম দীর্ঘ জার্নি করার পরও অম্লিয়মান জ্যোতির্ময় এক অনিশ্চল তারুণ্যের দিগ্বিজয়ী অন্তর্বেগ সকলের উম্মিলিত চেহারায় গ্রোথিত হয়ে আছে।

অভ্যর্থনা কর্মীরা আগেই প্রস্তুত ছিলো, বাসও রাখা হয়েছে প্রস্তুত। এরপর ওঠে গেলাম দক্ষিণ কোরিয়ার ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর স্টীকার লাগানো বাসে। বাম স্টিয়ারিং এ বসে ড্রাইভার আমাদের নিয়ে চলছে সাইয়েমেন্ডুমে। সহযাত্রী হচ্ছি সারাবিশ্ব থেকে আগত স্কাউটদের। ভাষা ভিন্ন চেহারা ভিন্ন কিংবা গন্তব্য অভিন্ন হলেও মনের চতুষ্কোণে প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অমিল নেই কোথাও।

পাহাড়ঘেষা রাস্তায় চলছি। গন্তব্য বুয়ানগান শহরের সাইমেন্ডুম। রাস্তায় রাস্তায় অভ্যর্থনা, পানীয় বিতরণ। চার ঘন্টার বাস জার্নি। নিকট-দূরের পাহাড়-বনরাজি আর সবুজবীথির স্পর্শহীন পরিবেশে যেন স্পর্শের নরম ছোঁয়া অনুভব করছি। এবারে ওয়েলকাম সেন্টার। বাস থেকে নামলাম। জানলাম এখান থেকেই দেয়া হবে সাড়ে আট বর্গকিলোমিটারব্যাপী স্থান পরিভ্রমণসহ অন্যান্য সকল সুবিধার অবাধ ও অন্যান্য যৌক্তিক অনুমতিপত্র। পরখ করলাম ১৫১৪ নম্বরের বাসখানি। যদি মিস করি। লাগেজ

ব্যাগ, ব্যাগের মধ্যে ঔষধ,শুকনো খাবার কত কি!! অচেনা জায়গায় কোথায় পাবো আমার বাংলাদেশ!!!

০৫.

দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা পর আমাদের বহনকারী বাস যার নম্বর- ১৫১৪ মধ্য দুপুরে এসে দাঁড়ালো ওয়েলকাম সেন্টারে। ওয়েলকাম সেন্টারে ঢুকলে নিজের নাম, দেশ, আইডি,পাসওয়ার্ড ইত্যাদি পরিচয় দিলে কিউআরকোড সম্বলিত একখানা পরিচিতি কার্ড সংশ্লিষ্ট সকলকে সরবরাহ করা হলো- যার মাধ্যমে সাড়ে আট বর্গকিলোমিটারের জাম্বুরীস্হলের সকল জায়গায় পাবো অনায়াস ও নির্ঝঞ্ঝাট যাতায়াতসহ সকল প্রকার সুবিধা। ওয়েলকাম সেন্টার থেকে বের হলে এখানকার কোরিয়ান অভ্যর্থনাকারীরা অতিথি সেবায় নিজেদের ভালোবাসার অন্তরময়তা দিয়ে সকলের মনকে ভিজিয়ে দিলো এবং বাসের সামনে রাখা চেয়ার ছেড়ে দিয়ে কুশলাদি বিনিময় করলো। যথারীতি সফট ড্রিংক ও চকলেট অফার করলো। সবুজ ঘাসের উপর বসে মৃদুমন্দ হাওয়ায় ছায়াবৃক্ষের পরশ পেয়ে মনেই হলো না সামনে কী ভয়ানক আর হতচ্ছাড়া বেসামাল তাপমাত্রার রৌদ্রময় হীটওয়েভ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!!

বাসভরা সকল যাত্রীর অভ্যর্থনা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে বাস আমাদের নিয়ে এলো ইনফরমেশন হাব সেন্টারে। শরীর তখন ঝিমিয়ে গেছে। ক্ষিদেয়, পিপাসায় শরীরমন নিস্তরঙ্গ এক জমাট বরফ হয়ে আছে। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা। দুর্ভেদ্য নিয়তির মাঝখানে সকলের অবস্হা নিদারুণ অস্থির মনস্কতায় জর্জরিত। ব্যাগ, লাগেজকে মনে হলো অপাঙেতয় সঙ্গী। ওগুলোকে কোন এক জায়গায় অভিভাবকহীন খোলা আকাশের জিম্মায় রেখে চললাম দুপুরের খাবার খেতে।

হাজারো আইএসটি, হাজারো সিএমটি, হাজারো সহযাত্রীর সাথে রৌদ্রাতিক্রম্য দীর্ঘ ধীর লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা ঢুকলাম বিশালাকার ক্যাফেটেরিয়ার ফুড হাউসে। সাপোর্ট ডিভিশনের আওতাভুক্ত হচ্ছে এই ফুড হাউস- যার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন পালাক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইএসটিসহ ফুডসংশিষ্ট কর্মীবাহিনী। ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর আগে বিশ্বপরিসরের এমন মহাযজ্ঞে আমি কখনো অংশ না নিলেও এ বছরের(২০২৩) জানুয়ারী ১৯-২৭-এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ২৩তম এশিয়া প্যাসিফিক ও একাদশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম যেখানে যোগদান করেছিলো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৯ দেশ।

প্রাসঙ্গিকতায় উলেখ্য যে, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান এর সময়োপযোগী ও সুযোগ্য নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কোন এক স্থানের পরিবর্তে অনুষ্ঠেয় এপিআর ও একাদশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী গাজীপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছায়া-সুনিবিড়, ছায়া সুশীতল জায়গায় অবৈরী, অনস্থির, অবিঘ্ন পরিবেশে স্থানান্তরিত হয়ে সুন্দর সমাপ্তি হয়েছিলো।

দেশি-বিদেশি যোগদানকারী মেহমান, স্কাউট, রোভাররা সমস্বরে তার ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলো-যা বাংলাদেশ স্কাউটসের ইতিহাসে স্বর্ণালীস্মৃতির আকরে স্বমহিমঅনুভবে জ্বলজ্বল করবে।

(চলবে)

লেখক : মঈনুদ্দিন মানু
জাতীয় উপকমিশনার
(মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন)
বাংলাদেশ স্কাউটস।
সাবেক ডিজিএম, জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

সীম্যানগুমের দিনলিপি স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়াঃ

ঢাকা এয়ারপোর্ট-জাম্বুরী মাঠঃ
দোলনচাঁপার মিষ্টি ঘ্রাণটা নাকে এসে লাগলো। লাগবেই না বা কেন! আমার সাথে যে নয় নয়টা দোলনচাঁপা ফুল সারক্ষণ ম্যাম ম্যাম, মিস মিস করছে। আমি যে একটু টেনশনে আছি ওদের নিয়ে সেটা এক্কেবারে প্রকাশ করছি না ।
হ্যাঁ বলছিলাম, ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের দোলনচাঁপা ইউনিটের কথা। আমি এই ইউনিটের ইউনিট লিডার। আমাদের গন্তব্য দক্ষিণ কোরিয়ার সীম্যানগুম। সমুদ্র আর পাহাড় ঘেরা অপূর্ব এক অঞ্চল।

২৫ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী ২০২৩। ১ আগস্ট থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। আমরাই বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সর্বশেষ বাহিনী যারা ৩১ জুলাই রাতে ভিড় করেছিলাম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। আসলে আমাদের ফ্লাইট ছিলো ১ আগস্ট ১২.৫৫ এ.এম. । আমাদের চায়না সাউদার্ন ফ্লাইটে করে প্রথমে যেতে হয়েছে চীনের গুয়ানজুতে। ইমিগ্রেশন শেষ করে আমরা ইয়া বড় প্লেনটায় উঠে বসতেই কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম বুঝতে পারলাম না। তবে আমরা বাংলাদেশের ৬ টি ইউনিট একসাথে ছিলাম। তাই চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সকাল ৬টায় গুয়ানজুতে পৌঁছালে আমাদের কোভিড ইনমেশনের কিউআর কোড স্ক্যান করে ইমিগ্রেশনে যাওয়ার পথে কয়েকজন স্কাউট আটকে গেলো। আমার ইউনিটের একজন স্কাউট এরমধ্যে ছিলো। সবাই একে একে আসে। কিন্তু আমার স্কাউট আসতে দুইঘন্টা সময় নিল। কোভিড, ডেঙ্গু টেস্ট করার পর নেগেটিভ রেজাল্ট এলে আমরা ছাড়া পেলাম। আর একটা চায়না সাউদার্নে করে আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সওলের ইনছন এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম। অপূর্ব ও আধুনিক এয়ারপোর্ট ইনছন। স্কাউটদের জন্য আলাদা ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা দেখে নিজেদের গর্বিত মনে হচ্ছিল।

অপেক্ষার পালা। বাস আসবে এবং তাতে চড়ে আমরা জাম্বুরী মাঠে যাবো। বাস এসে পড়েছে, আমরা সবাই যার যার ইউনিট নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছি। শেষ কাউন্টিং করতে গিয়ে দেখা গেলো আমার দলের একজন নেই। দলের অন্যদের জিজ্ঞেস করতে বলল-পানি কিনতে গিয়েছে। আসলে ঐসময়টা পানি কেনার সময় না। আমি বেশ কয়েকবার ওকে ফোন দিলাম, রিসিভ করেনি। সবাই চিন্তিত হলাম। কিছুক্ষণ পর ফোনে পাওয়া গেলো। আমি ওকে এয়ারপোর্টের বাইরে আসতে বললাম এবং বাস থেকে নেমে দাঁড়ালাম। ওকে দেখতে পেয়ে হাত ইশারা করে বাসে উঠতে বলে আমি বাসে উঠে গেলাম। এরপর যারা বাসের বাইরে ছিলো সবাই বাসে উঠে বাস ছাড়তে বলল। একটা হুলস্থুল হলো তখন। কিছুটা বিরক্ত আর ক্লান্তিতে আমি চোখ বন্ধ করলাম। তখনও জানি না যে, আমার ইউনিটের একজন অন্য বাসে উঠে বসেছে। কিছুক্ষণ পর আমি সবাইকে কাউন্ট করতে গিয়ে ঘটনা জানতে পারি। আমি সিমকার্ড কিনিনি। তাই নেটও নাই ফোনে। সতীর্থ লিডারদের জানালাম ঘটনাটা। তারপর ফোনে জানা গেলো আমাদের অন্য তিনটা দল যে বাসে আছে ও সেখানে আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জাম্বুরী সাইটের কাছাকাছি আসার পর হেড অব কন্টিনজেন্টের ফোন এলো- বেলীন্দা, তোমার দলের স্কাউটকে ওয়েলকাম সেন্টারে রেখে দিলাম। কারণ অন্য দলের সাবক্যাম্প আর তোমাদের সাবক্যাম্প ভিন্ন। বললাম- ঠিক আছে স্যার। স্যার ওকে ওয়েলকাম সেন্টারে রেখে দিলো আমাদের বাস ড্রাইভার পথ হারিয়ে ফেলেছিলো তাই পৌঁছাতে আমাদের কিছুটা দেরী হল। ওয়েলকাম সেন্টারে পৌঁছে বাচ্চাকে পেলাম। কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো। আমি সান্ত্বনা দিয়ে ওকে আমার দুশ্চিন্তার কথা জানালাম। ও আমাকে কথা দিলো এরপর কেয়ারফুল থাকবে। এরপর ওয়েলকাম সেন্টারের ভেতরে গিয়ে আমার ইনফরমেশন দেখিয়ে আমার ও বাচ্চাদের আইডি কার্ড নিলাম। সাবক্যাম্পের নাম, ম্যাপ ফটো তুলে নিয়ে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে পোস্ট দিলাম যাতে আমার ফোনে চার্জ না থাকলে অন্য কারো ফোন দিয়ে ম্যাপ দেখা যায়।
বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলো। আমরা প্যাকেট খাবার হাতে নিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন রাত ১০টা। আমাদের সাবক্যাম্পের নাম

ম্যারাথন; মেইন রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। আমাদের পাশের সাবক্যাম্প আসাগিরি রাস্তার পাশেই। তাইড্রাইভার আমাদের আসাগিরির সামনে নামিয়ে চলে গেলো। যেহেতু এটা সাবক্যাম্পএরিয়া তাই ফোনে নেট ছিলো। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর আর নেট পাইনি এবং ততক্ষণে আমাদের সাথের দলটি আমাদের সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে। তখন রাত বারোটা বেজেছে কিংবা তারও বেশি। তাই আশেপাশে তাঁবু থেকে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল না। আসলে জার্নি করে সবাই টায়ার্ড, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ১২ দিনের ক্যাম্পের জন্য আমাদের লাগেজও বেশ ভারী ছিলো। ধান ক্ষেতের মতো উঁচু নিচু জায়গায় লাগেজ, ব্যাগেজ ক্যারি করতে গিয়ে সবার শরীর প্রায় অবশ্য। সেন্সর লাইটের কারণে চারিদিক কেমন নিভু নিভু। তবে আমাদের পথের সাথী ছিলো ইয়াবড় একখানা সুপার মুন। যাইহোক, দুই একজনের দেখানো পথে ধরে এগিয়ে আর ম্যাপের সাহায্য নিয়ে আমরা সাবক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখন প্রায় সবারই ওয়াশরুমে যাওয়া খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু মেয়েরা ওয়াশরুমে ঢোকে আর বের হয়ে হতাশ কণ্ঠে বলে-মিস পানি নাই! নতুন জায়গা, এত ক্লান্তির মধ্যে আমরা খেয়ালই করিনি যে, প্রতিটা বাথরুমের পাশে অনেক পানির ট্যাপ আছে। আর সহজেই বোতলে পানি নিয়ে ওয়াশরুমে যাওয়া যায়। এভাবে অনেক জটিল, কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে আমরা আমাদের তাঁবু এলাকা খুঁজে পেলাম। প্রথমে কোনমতে হাত ধুয়ে খাবার খেয়ে তাঁবু খাটানোর কাজে লেগে গেলাম। তখন রাত ৩টা। তাঁবু খাটিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে দেখি ঘড়িতে সাড়ে ৪টা বাজে। সবাইকে বললাম-চল, আধাঘন্টা রেস্ট নিই। কারণ জাম্বুরী প্রোগ্রাম গাইডে লেখা আছে সকাল ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সংগ্রহ করতে হবে। সবার হাতে-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, মাথা ও ভনভন করে ঘুরছে। বেশি করে পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। কেউ কেউ গোসল করল। কিন্তু ব্রেকফাস্ট আনতে গিয়ে দেখলাম গাড়ি এখনো আসেনি। ব্রেকফাস্ট দিতে দেরী হবে। আমার দলের স্কাউটরা লাইনের সামনে ছিলো। ব্রেকফাস্ট চলে এলে ওদের ডেকে নিলো নাস্তা গোছানোর কাজে সাহায্য করার জন্য। মাত্র আধাঘন্ট ঘুমিয়ে, দীর্ঘ একঘন্টা নাস্তার লাইনে দাঁড়িয়ে মেয়েরা ব্রেকফাস্ট বিতরণে সাহায্য করল। সেদিন রাতে আমরা কীসে জোরে, কত সাহস বুকে নিয়ে একটা অচেনা, অজানা জায়গায় একটা ম্যাপ, কিছু মোবাইলের টর্চ লাইট আর একখানা সুপার মুনের আলোতে সাবক্যাম্পে পৌঁছেছিলাম তা আমাদের জীবনে একটা চমকই থেকে যাবে।

বেলীন্দা তুরকান শাহ, পিআরএস
আরএসএল (উডব্যাজার)
ডিলিজেন্ট ওপেন স্কাউট গ্রুপ।

"হেমন্তের শেষে, শীতের প্রস্তুতি"

ভোরের শিশির ভেজা ঘাস আর মৃদু ঠান্ডা আবহাওয়া, এ যেন প্রকৃতিতে বেজে ওঠা হেমন্তের শেষে শীতের আগমনী বার্তা। যদিও হেমন্তের আরো বেশ কিছুদিন বাকী রয়েছে, তবুও গ্রামীণ জনপদের ইতিমধ্যে কুয়াশার দেখা মিলছে খুব ভোরে। আচ্ছা এই শীতকালের প্রতিচ্ছবি আপনার চোখে কেমন শুনি?

খেজুর রস, ভাপা পিঠা আর কুয়াশা মাখামাখি ক্যাম্প এড়িনায় আমাদের সকল স্কাউট বন্ধুদের মিলন মেলা! নাকি কনকনে শীতে কাবু হয়ে যাওয়া মেহনতী মানুষদের গরম কাপড়ের উপহার নিয়ে তাদের পাশে থাকা, অসুস্থ প্রতিবেশীর খেয়াল রাখা! সে যাই হোক না কেন, শীত যেমন আমাদের মাঝে নানা আনন্দের সম্ভার নিয়ে আসে তেমনি নিয়ে আসে কিছু
অযাচিত অসুখের সম্ভাবনা; সেগুলো এড়াতে প্রয়োজন আমাদের যথাযথ সচেতনতা।

শীত মানেই শুষ্কতা তাই শীতে আমাদের ত্বকের মতো চারপাশের পরিবেশও হারায় তার আর্দ্রতা। গাছেরা হারায় তার পাতা আর শীতের কুয়াশার সঙ্গে যোগ হয় ধুলোকনা। এই ধুলোবালির মাধ্যমে জীবাণু ছড়িয়ে দেখা দেয় নানা অসুখ। তাই শীতকালে জরুরী আমাদের বাড়িঘর পরিস্কার রাখা এবং রাস্তায় চলাচলের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করা । এছাড়া শীত এলেই বাড়ে ঠাণ্ডাজনিত রোগ যেমন- জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, সর্দি-কাশি, কোল্ড এ্যলার্জি ইত্যাদি । আবার কোথাও কোথাও শীতকালে মশাবাহিত ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু রোগ সহ নানা ভাইরাস জ্বরের রোগের প্রকোপও দেখা যায়। যদিও ডেঙ্গু বর্ষাকালীন রোগ তবুও এখন

তাই এসব রোগ থেকে বাঁচার জন্য বাসার চারপাশ পরিস্কার করাসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে আগে থেকেই । এছাড়া শীতের মৌসুমে পাওয়া বিভিন্ন সতেজ শাকসবজি খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখা যেতে পারে মসলা চা, কুসুম গরম পানি, আদা, লেবু, মধু, বিভিন্ন সবজির স্যুপ ও তরল খাবার । এই সময় গোসলের পানিও হালকা গরম থাকাই ভালো । এছাড়া শীত আসার আগেই রোদে দিয়ে ব্যবহার উপযোগী ও আরামদায়ক করে নেয়া যায় লেপ, কাঁথা, কম্বল, বিছানার চাদর, বালিশ ইত্যাদি। প্রয়োজনে আগে থেকেই কিনে রাখাতে পারেন রুম হিটার, ওয়াটার হিটার, ইলেকট্রিক কেটলিও।

আচ্ছা এই সুস্থ থাকার ভীষণ প্রচেষ্টার ভীরে শীত কি তবে মলিন হয়েই কেটে যাবে! মোটেই না। শীত আসে ঘুরে বেড়ানো আর ক্যাম্পিং করার আরামদায়ক পরিবেশে নিয়ে। তাইতো বন্ধুমহলে ভ্রমণ পরিকল্পনার ঝড় ওঠে এই শীতকালেই; আর প্রায়শই গ্রুপের শীর্ষ পছন্দনীয় অবস্থানে থাকে বাংলাদেশ অপরুপ সৌন্দর্যে মুখরিত ছোট বড় বিভিন্ন পাহাড় ট্রেকিং। তখন যেন পাহাড়ে অবস্থান করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর বিষয় হয়ে যায় ক্যাম্পিং।

তবে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জতো থাকবেই। ফলশ্রুতিতে প্রায়শই শোনা যায় পাহাড় ভ্রমণে সম্মুখবর্তী হতে হয় কিছু দুর্ঘটনার। তাই এই দূর্ঘটনা এড়িয়ে নিরাপদে পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করাও ভীষণ জরুরী; যেমন- ভ্রমনের পূর্বে আবহাওয়া সম্পর্কে জেনে নেয়া । স্থানের উপযোগী পোশাক নির্বাচন করা ও প্রয়োজনীয় শীত নিবারক পোশাক সাথে রাখা। প্রাকৃতিক নানা সমস্যার সঙ্গে মশার উপদ্রবের কথা মাথায় রেখে সঙ্গে অডোমস ক্রিম রাখা। শীতে হাইড্রেটেড থাকা খুব জরুরি তাই রিফিলযোগ্য পানির বোতল সঙ্গে রাখা; পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটও রাখতে যেতে পারে। সাথে পর্যাপ্ত পরিমান খাবার তো থাকতেই হবে। এছাড়া সূর্যের অতিরিক্ত তাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে সানগাস ও সানস্ক্রিম। পাহাড়ি রাস্তায় যে কোন সময় পরে গিয়ে আহত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাই প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধপত্র যেমন-প্যারাসিটামল, নাপা, খাবার স্যালাইন, ব্যান্ডেজ, রিমুভ স্প্রে ইত্যাদি সাথে রাখা । এছাড়া তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, টর্চ, ক্যামেরা, মুঠোফোন, পাওয়ার ব্যাংক ইত্যাদি সাথে রাখা । সর্বশেষ অতি উৎসাহী হয়ে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করা এবং নিজেদের বিপদ হতে পারে এরকম কোন বিপদজনক কাজ না করা । আসুন, এবারের শীতে আমরা সচেতন থাকি। শীতকে উপভোগ করি আনন্দ নিয়ে, সকলে মিলে ভালো থাকি একসাথে ।

রাজমিন আক্তার
সিনিয়র রোভার মেট
ইউনাইটেড ওপেন স্কাউট গ্রুপ।

Bangladeshi-origin youth in the United States, has earned the rank of "Eagle Scout" – the highest rank in the Boy Scouts of America

Rayan, a New Jersey native, achieved this rank after excelling in all areas during his 10-year scouting journey.

Rayan achieved this rank as a member of Troop 101 in the Boy Scouts of America. His elder brother, Aymaan Rehman, also earned the Eagle Scout rank previously, making this accomplishment by two siblings quite rare.

Rayan embarked on his journey as a Scout in 2013 and attained the rank of Eagle Scout this year, following his achievements of other ranks such as Tenderfoot, Second Class, First Class, Star Scout, and Life Scout. Since 1912, more than two million Boy Scouts have earned the Eagle Scout rank. Notable figures like Bill Gates, Neil Armstrong, and some past US presidents have also received the Eagle Scout title during their childhood.

On August 13, Rayan was honoured with an Eagle Court of Honor ceremony at the Manalapan Battleground Country Club in New Jersey. State scouting officials and a group of young scouts attended, along with NJ public officials and members of the Bangladeshi community in New Jersey as guests.

The proud parents of Rayan, Aziz Ahmad and Panna Aziz, both eminent figures in the Bangladeshi-American community in the US, hosted the event. They celebrated their child's achievements with loved ones and held a lunch, including a cake-cutting ceremony.

The event began with a presentation on the Eagle project, highlighting the motto "Better Scouting for Better Citizenship," emphasising how Eagles strive to make their training an example in daily life.

Monmouth County Commissioner Ross F Licitra presented Rayan with the rank certificate, and State Senator Vin Gopal issued a special proclamation. During a candle-lighting ritual, he adhered to scouting laws and pledged his commitment to them.

The oath of office was administered by Rayan's brother, Aymaan. Rayan then took on the Eagle charge, and his parents participated by presenting him with the rank badge and a special scarf in the colours of the American flag. He also gave his parents eagle pins.

Aziz Ahmad, in his speech, highlighted that Rayan's achievement is not just his own but also a victory for the entire community. Congratulating his son, Aziz encouraged him to uphold the principle of selflessness throughout his life and extended thanks to the Scout authorities.

In her speech, Township of Marlboro Council Vice President Antoinette Dinuzzo congratulated Rayan, while Capt Shital Rajan, chairman of the Marlboro Open Space Committee, presented a pilot's pin and special congratulations. Councilman Michael Scalea was also present.

After being sworn in as an Eagle Scout, Rayan expressed gratitude to his parents for their continuous support in his progress and accomplishments. He expressed hope that this achievement would enable him to fulfil his assigned responsibilities as expected.

Scoutmaster and Monmouth council district commissioner of the Boy Scouts of America, Ray Gloede, presented a letter of appreciation to Rayan, describing him as an obedient, industrious, and responsible mentee.

(Source: Mahmood Menon Khan from New York)
Rewrite: Md Rakibul Islam
Sub editor, Agradoot
Bangladesh Scouts.

৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৬৬তম জোটা এবং ২৭তম জোটি ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন এআইএস

ফটো গ্যালারী

ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন এআইএস

কুমিলায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ বার্ষিক গ্রুপ ও ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্প-২০২৩

ফটো গ্যালারী

শরীয়তপুরে নোংরা-হাজামজা খাল ও এর পাড় পরিস্কার কার্যক্রম

ফটো গ্যালারী

বাংলাদেশ স্কাউটস, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত ২০২৩

"SAVE THE ENVIRONMENT & SAY NO TO PLASTIC"

ফটো গ্যালারী

রংপুরে ৩৫৪তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

শেরপুর সরকারি কলেজে ৩৭০তম রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স

ভৈরব রেল দুর্ঘটনায় কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের সহায়তা

চিরবিদায় কিংবদন্তি ক্রিকেটার হিথ স্ট্রিক

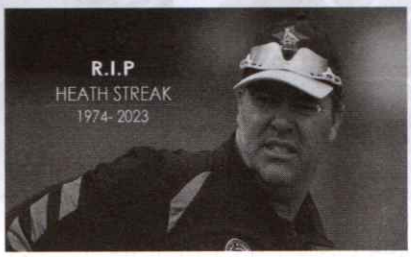

এটা গুজব হলে পারত, পরে অন্তত এই বলে সান্তনা পাওয়া যেত যে তিনি এখনও আছেন। কিন্তু না, এবার সত্যিই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার হিথ স্ট্রিকহিথ হিল্টন স্ট্রিক (Heath Streak) ১৬ মার্চ ১৯৭৪ সালে জিম্বাবুয়ের বুলাওয়াওতে জন্মগ্রহণ করেন ।

গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ জিম্বাবুয়ের মাতাবেলেল্যান্ড মৃত্যুবরণ করেন । জিম্বাবুয়ের সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিথ স্ট্রিক জিম্বাবুয়ে জাতীয় ক্রিকেট দলে মূলতঃ অল-রাউন্ডারের ভূমিকায় ছিলেন। পাশাপাশি তিনি দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে পেস বোলিং কোচ ছিলেন। এক ফেসবুক পোস্টে তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন তাঁর স্ত্রী নাদিনে স্ট্রিক। জিম্বাবুয়ের সংবাদমাধ্যম হেরাল্ডকে হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তার বাবা ডেনিসও। এর আগে গত ২৩ আগস্ট হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার হেনরি

ওলোঙ্গার একটি টুইটে হয়েছিল সেটার সূত্রপাত। পরে হিথ নিজেই জানান, তিনি বেঁচে আছেন, ভালো আছেন। তবে ক্যানসারে আক্রান্ত সাবেক এই ক্রিকেটার বেঁচে থাকলেও জীবনুমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন। ক্যান্সারের কাছে হেরে মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই পরপারে পাড়ি জমালেন জিম্বাবুয়ের কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার।

হিথ স্ট্রিক জিম্বাবুয়ের ইতিহাসের সেরা ক্রিকেটারদের একজন। ২০০০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই পেসার। খেলেছেন ৬৫ টেস্ট ও ১৮৯ ওয়ানডে। জিম্বাবুয়ের ইতিহাসে একমাত্র বোলার হিসেবে টেস্টে ১০০ উইকেট শিকার করেছেন স্ট্রিক। ১২ বছরের ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় একটা নড়বড়ে বোলিং ইউনিটকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও দারুণ অবদান রেখেছেন। টেস্টে ২১৬ উইকেটের পাশাপাশি তার রান ১৯৯০। ১১টি ফিফটির সঙ্গে সেঞ্চুরিও করেছেন একটি। ওয়ানডেতে ২৩৯ উইকেটের সঙ্গে রান করেছেন ২৯৪৩। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে করাচিতে টেস্ট অভিষেকে উইকেটশূন্য ছিলেন স্ট্রিক।

তবে রাওয়ালপিন্ডিতে পরের টেস্টেই ৮ উইকেট নিয়ে জানান দেন নিজের সামর্থ্যের। ২০০৫ সালে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন স্ট্রিক। পরে কোচিং ক্যারিয়ারে জড়ান। ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় দলের বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

আইসিসি দুর্নীতি বিরোধী বিধির বেশ কয়েকটি ধারা ভঙ্গের দায়ে ২০২১ সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তাকে ০৮ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন স্ট্রিক। গত মে-২০২৩ এ খবর আসে, কোলন এবং যকৃতের ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ট্রিক। ক্যান্সার তখন ছিল চতুর্থ স্তরে। দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাকে। তখনই চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্ট্রিকের বেঁচে ফেরাটা হবে অলৌকিক।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারটা ঝলমলে হলেও একটা কালো দাগ নিয়েই পৃথিবী ছেড়েছেন স্ট্রিক। নিজের কর্মকাণ্ডে (নিয়মভঙ্গ) দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেও কখনোই ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত ছিলেন না বলে জানিয়েছিলেন।

কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারের মহাপ্রয়াণে আমরা শোকাহত । আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার প্রশান্তি কামনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

শিশুদের কৃমির সংক্রমণ এবং মুক্তির উপায়

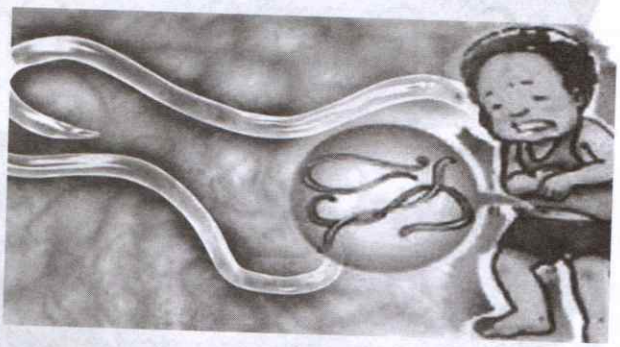

বাসায় শিশু আছে কিন্তু কৃমির সমস্যা দেখা দেয়নি এমনটা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। ছোট শিশুদের কৃমি হওয়া একটি খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। স্কুলগামী ৯০ শতাংশ শিশুর কৃমির সংক্রমণ দেখা যায়। এমনকি বড়দের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়। যদিও চিকিৎসা শাস্ত্রে কৃমির সমস্যার খুব সহজ সমাধান আছে তার পরেও অনেকেই নানা ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে কৃমির ঔষধ খেতে চান না। আবার অনেকেই জানেন না কৃমির ঔষধ খাবার নিয়ম।

কৃমি কি?

কৃমি এক ধরনের অন্ত্রের পরজীবী যা অন্ত্রে বসবাস করে এবং আমাদের খাদ্য থেকে তাদের পুষ্টি অর্জন করে, যার ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশে সংক্রামিত ও প্রজননকারী বিভিন্ন প্রকারের কৃমি আছে। যার মধ্যে ফিতাকৃমি, সুতাকৃমি, গোলকৃমি, হুকওয়ার্ম ইত্যাদি খুব পরিচিত। তবে সুতাকৃমির সংক্রমণ শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কারণ এটি শিশুদের মধ্যে সহজেই ছড়ায়।

যেভাবে বুঝবেন আপনার বাচ্চা কৃমি দ্বারা সংক্রামিত ঃ

সাধারণত শিশুদের মধ্যে কৃমি সংক্রমণের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে শিশুর আচরণে কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। পরিবর্তন গুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

পেটে ব্যথা হওয়াঃ অন্ত্রে কৃমি থাকার সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে পেটে ব্যাথা হওয়া। ঘন ঘন থুথু ফেলাঃ কৃমি মুখের মধ্যে লালা বাড়িয়ে দেয় এজন্য শিশু বিনা কারণে প্রায়ই থুতু ফেলতে শুরু করে।

দুর্গন্ধযুক্ত মলঃ পেটে কৃমির সংক্রমণের কারণে শিশুর মলে অতিরিক্ত দুর্গন্ধ হয়।

মলদ্বারের কাছাকাছি চুলকানিঃ স্ত্রী কৃমি সাধারণত ডিম দেওয়ার জন্য মলদ্বারে চলে যায়, যা মলদ্বারের চারপাশে জ্বালা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

ঘুমে ব্যাঘাতঃ চুলকানি, পেট ব্যথা এবং অস্থিরতার কারণে শিশু ঘুমাতে পারে না।

মলের সাথে কৃমি থাকাঃ অনেক সময় বাচ্চাদের মলের মাধ্যমেও কৃমি বাইরে বেরিয়ে আসে। তাই শিশুর মলের দিকে অবশ্যই বিশেষ নজর রাখতে হবে।

এছাড়াও আরো কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমনঃ খাওয়ায় অরুচি, দুর্বলতা, অপুষ্টি, পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া, খিটখিটে মেজাজ, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি।

কৃমি কিভাবে ছড়ায়?

কৃমি আমাদের মলদ্বারের কাছাকাছি ডিম পাড়ে, যার ফলে মলদ্বারের আশেপাশে চুলকায়। চুল্কানোর সময় হাতে এবং নখে ডিম লেগে যায় যা আপনার স্পর্শ করা যেকোনো কিছু দিয়ে যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:বস্ত্র, খেলনা, টুথব্রাশ, বিছানা, খাদ্য, পোষা প্রাণী ইত্যাদির মাধ্যমে ডিম একজনের থেকে অন্য মানুষের কাছে যেতে পারে। কৃমি সাধারণত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা, অনিরাপদ পানি পান, খালি পায়ে হাঁটা পায়খানা থেকে এসে ভাল করে হাত না ধোয়া, বাজার থেকে আনা শাকসবজি ভাল করে না ধুয়ে রান্না করা ইত্যাদি কারণেও সংক্রমণ হতে পারে।

যখন শিশুরা হামাগুড়ি দেয় বা নতুন হাঁটতে শেখে তখন কৃমি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। কারণ এসময় তারা হাতের কাছে যা পায় তাই মুখে দেয় , যেকোন জিনিস হাত দিয়ে ধরে সেই হাত মুখে দেয়।

আবার বড় বাচ্চারা পায়খানা থেকে এসে

ভাল করে হাত না ধোয়ায় তাদের মধ্যে কৃমির সংক্রমণ হয়। ভাল করে হাত না ধুলে নখের কোনায় মলমূত্রে থাকা কৃমির ডিম থেকে কৃমির সংক্রমণ হতে পারে। উপরে উল্লেখিত মাধ্যম গুলোতে বড় শিশুরাও কৃমির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। খালি পায়ে হাটলে কৃমির লাভা পায়ের ত্বকের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করতে পারে। থ্রেডওয়ার্ম বা সুতাকৃমি ডিম ফোটার আগে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যদি মলদ্বারের চারপাশে ডিম ফোটে, তবে নবজাতক কৃমি আবার অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। হাতের মাধ্যমে মুখ দিয়ে যে ডিমগুলি গিলে ফেলা হয়েছে তা অন্ত্রের ভিতরে বের হয়। ২ সপ্তাহ পরে, কৃমি প্রাপ্তবয়স্ক আকারে পৌঁছায় এবং পুনরায় প্রজনন শুরু করে, আবার চক্র শুরু করে।

শিশুদের কৃমি হলে করণীয়ঃ
শিশুর কিংবা পরিবারে যে কোনো একজনের কৃমি হলে পরিবারের সকলেরই কৃমি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কারো লক্ষণ দেখা না গেলেও চিকিৎসা করাতে হবে। এবং পরিবারের সবাইকে একসাথে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হবে। এতে সংক্রমণ রোধ সম্ভব হবে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেটগুলি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কৃমি নাশকের জন্য প্রদান করা হয়। কৃমি নিধনের জন্য মেবেনডাজল নামে একটি ওষুধের একটি মাত্র ডোজ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে, দুই সপ্তাহ পরে আরেকটি ডোজ নেওয়া যেতে পারে। দুই বছরের বড় শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের কৃমির ঔষধের ডোজ একই। তবে অবশ্যই ঔষধ গ্রহণের আগে ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং সঠিক নিয়ম মেনে তা গ্রহণ করতে হবে।

দুই বছরের নিচে শিশুদের, গর্ভবতী বা বুকের দুধ খাওয়ান এমন মহিলাদের কৃমির ঔষধ ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। মেবেনডাজল কৃমির মাইক্রোটিউবিউল তৈরি করতে বাঁধা দেয় এবং কৃমির গ্লুকোজ লেভেলের পরিমান কমিয়ে দেয়। ৩ মাস পর পর কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করা যাবে। শুধু ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কৃমি নির্মূল হবে না। ঘর ও আসবাবপত্র, বিছানা পরিষ্কার রাখতে হবে
এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

বাড়িতে শিশুদের কৃমি পরীক্ষার নিয়মাবলিঃ
শিশুদের নখ এবং মলের দিকে খেয়াল করলে কৃমির উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া সংক্রমণের লক্ষণ
দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে টেপ টেস্ট করুন।

একটি পরিষ্কার টেপ নিন এবং মলদ্বারের চারপাশের ত্বকে স্টিকি সাইড টিপুন। এতে কৃমির ডিম টেপে লেগে যাবে। আপনি বা আপনার বাচ্চা জেগে থাকা অবস্থায়, বাথরুম ব্যবহার করার আগে, ঝরনা বা পোশাক পরার আগে পরীক্ষাটি করুন।

টানা ৩ দিন এই পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে, তারপরে ডাক্তারের কাছে সমস্ত টেপের টুকরা নিয়ে গেলে তারা একটি মাইক্রোস্কোপের নীচে ডিমগুলি পরীক্ষা করবেন।

শিশুদের কৃমি সংক্রমণ থেকে মুক্তির উপায়ঃ
পরিবারের সবাই মিলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই কৃমির সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব। ছোট বাচ্চাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিষ্কার পায়খানা ব্যাবহার করতে হবে এবং ব্যবহারের পর তা অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে। টুথব্রাশ ব্যবহার করার আগে ধুয়ে ফেলুন।
সবসময় স্যান্ডেল বা জুতা ব্যবহার করতে হবে।খালি পায়ে হাঁটা যাবে না । ঘুমের পোশাক, চাদর, তোয়ালে এবং নরম খেলনা গরম পানিতে ধুয়ে নিন। রান্নাঘর এবং বাথরুমের উপরিভাগ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে । শিশুরা রাতে কোন অন্তর্বাস পরবে তা আগে থেকে ঠিক করে রাখুন এবং সকালে এটি পরিবর্তন করুন। শিশুরা খালি পায়ে পায়খানায় যাবে না । খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুতে হবে। পায়খানা থেকে এসে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করে ধুতে হবে। নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখত হবে।

এছাড়াও...
> বাচ্চার ব্যবহৃত ন্যাপকিন বা ডায়াপার বদলানোর পর অবশ্যই ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে ।
> যখন তখন মুখে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
> পরিস্কার ও নিরাপদ খাবার ও পানি গ্রহণ করতে হবে।
> দূষিত পানি পান করা ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
> রান্নার আগে শাকসবজি পরিস্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
> খাবার সব সময় ঢেকে রাখবেন। খোলা খাবার কখনই খাবেন না।
> বাসি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
> ফল-মূল খাবার আগে ভাল করে পরিস্কার করে নিতে হবে।
> যেখানে সেখানে শিশু ও বড়রা মল-মূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে ।
> মরা বা অসুস্থ্য কোন পশুর মাংস খাওয়া যাবে না।

কৃমির সংক্রমণ খুব সাধারণ এবং সহজেই এর চিকিৎসা করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কৃমি, তাদের সংক্রমণের কারণ, উপসর্গ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, যাতে বাচ্চার যদি কৃমির সংক্রামণ হয়ে থাকে তবে তাকে সময়মত চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হয়। সময়মত চিকিৎসা না হলে জিটিলতা দেখা দিতে পারে। অনেকসময় কৃমি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। শিশুর বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর কৃমির নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য অন্যদের সাথে শিশুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে এবং লক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

হাসতে নাকি জানেনা কেউ

কৌতুক

সম্রাট আকবরের দরবারে দুজন সভাগায়ক ছিলেন। তাদের একজনের আদরের নাম লাল, অন্যজনের নাম নীল। গায়ক দুজনের প্রতি সম্রাট খুবই খুশি ছিলেন, এবং তাদের দুজনের গান শোনার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে প্রায়ই লোকজন আসত। আরও গায়ক ছিল, কিন্তু ওদের দু'জনের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব ছিল একটু বেশি। এইভাবে দিন যায়। নিজেদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব দেখে লাল ও নীল দুজনেই গর্ববোধ করত। ক্রমশ আর সকলের চেয়ে তারা দুজনে নিজেদের অনেকটা যেন আলাদা মনে করতে লাগল। তারা মনে করল সম্রাট আকবরের রাজত্বে তাদের কোনও ভুল-ত্রুটি কিংবা অন্যায় অপরাধ ঘটলেও সাধারণ লোকের মতো তাদের বিচার হবে না। তাই তারা কোনও সভাসদ বা গায়ককে গ্রাহ্য করত না। একদিন তারা সম্রাটের কাছে বসে এ-কথা ও-কথা বলতে বলতে রসিকতা করা হচ্ছে মনে করে সম্রাটকে হঠাৎ এমন একটা অপমানজনক কথা বোকার মতো বলে বসল যে, দেখতে দেখতে সম্রাটের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। সম্রাট বললেন, "তোমাদের এই প্রকার অসংযমের কী কারণে ঘটল ? তোমাদের এই আচরণের মানেই বা কী ? সম্রাটের গাম্ভীর্য দেখেও তারা ভাবল, তারা তো সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র, তাদের কি আর কোনও শাস্তি হবে ? এই ভেবে তারা ক্ষমা চাওয়া দূরে থাক, সেই কথাটাই আবার দাঁত বের করে বলতে লাগল যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে।

ক্ষমা তারা পেতে পারত কিন্তু সেদিকে তারা কোনও ভ্রুক্ষেপ করল না। তাদের এই স্পর্ধা দেখে সম্রাট এবার ভীষণ রাগতস্বরে বললেন, এখনই এই মুহূর্তে তোমরা আমার রাজ্য ছেড়ে যেখানে খুশি দূর হয়ে যাও। তোমাদের মুখ দেখাও আমার পাপ। আমার রাজত্বে যেন আর কোনওদিন তোমাদের দেখতে না পাই, দেখতে পেলেই তোমাদের ফাঁসিকাঠে চড়ানো হবে। সম্রাটের অগ্নিমূর্তি দেখে এবার লাল ও নীল দুজনে বুঝল, কী নির্বোধ তারা! সম্রাটকে শান্ত করবার আর কোনও পথ না পেয়ে অবশেষে তারা সভা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হল। না গেলে উপায় যখন নেই কিন্তু এখন কোথায় থাকবে? এমন নিশ্চিন্ত অন্নবস্ত্র আর বিশাল-বৈভব ছেড়ে তারা যাবে কোথায়? সুতরাং দিল্লির বাইরে না গিয়ে তারা এক জঙ্গলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে আশ্রয় নিল। দিনের বেলায় থাকত জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে, আর রাত্রে বেরিয়ে শহরে এসে খাদ্যদ্রব্য কিনে নিয়ে যেত মাঝে মাঝে। বড় কষ্টে কাটছিল তাদের দিন। কিন্তু ছ'মাস ধরে তারা এইভাবেই কাটাতে বাধ্য হল এমনি করে। নিজেদের বোকামির জন্যই তাদের এই অবস্থা। অনেক দুঃখকষ্টের পর একদিন রাত্রে আর কোনও উপায় না পেয়ে তারা এসে বীরবলের পায়ে কেঁদে পড়ল। হুজুর আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। তাদের কান্না আর দুরবস্থা দেখে বীরবলের মনে করুণার উদয় হল। বীরবল অনেক ভেবেচিন্তে একটা মতলব বাতলে দিলেন তাদের কানে কানে। পরদিন দিনের বেলায় লাল আর নীল শহরের পথে পথে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের চিনত বহু লোক, এবং তাদের গানের ভক্তও ছিল অনেক। সুতরাং হঠাৎ দেখতে পেয়ে লোকজনের ভিড় জমে গেল তাদের আশেপাশে। সম্রাটের শোভাযাত্রা

আসছিল সেই পথ দিয়ে। তিনি কাছাকাছি এসেই গায়ক দুজনকে দেখতে পেলেন। বলা বাহুল্য, লোকলশকর তাড়া করে গেল লাল আর নীলের পেছনে তাদের ধরবার জন্য। সম্রাটের আদেশ অমান্য! এবার মৃত্যুদণ্ড। ভগবানেরও হাত নেই সম্রাটের আদেশ অমান্য করার। সকলে ওদের গান শুনে ভালবাসত। দুর্জনরা বলল, ওদের শূলে দিলেই উপযুক্ত শাস্তি আর যারা ওদেরকে ভালবাসত তারা মনে মনে হায় হায় করতে লাগল। অবশেষে ওদের দু'জনের কী হয়, কী হয়! লাল আর নীল কাছে একটি বড় গাছ দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে গাছে উঠে বসল।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, কেন দূর হওনি আমার রাজ্য থেকে এখনও ? তোমাদের কি মরণের ভয় নেই? নেমে এসো, ফাঁসিকাঠে অথবা শূলে চড়তে হবে। দুজন বলল, জাঁহাপনা, আপনার হুকুম না মানা কারও কি ক্ষমতা আছে? আপনার হুকুম তামিল করব বলে ছ'মাস ধরে দেশ-দেশান্তরে কত ঘুরে বেড়ালুম। কিন্তু যেখানেই যাই আপনার রাজ্যের সীমানা আর শেষ হয় না এমন বিরাট বিশাল এবং সীমাহীন আপনার সাম্রাজ্য।

জাঁহাপনা, তাই আবার এখানে ফিরে এসেছি। এবার যদি যেতে পারি শূন্যলোকে, তাই গাছে চড়েছি, সম্রাট। নইলে পৃথিবীময় আপনার রাজরাজত্ব। আমরা যাই কোথা? যেখানেই যাব সেখানেই আপনার সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের যেন শেষ নেই সম্রাট। সম্রাট খুশি হয়ে তাদের ক্ষমা করলেন, এবং আবার তাদের নিয়ে গিয়ে সভাগায়কের আসনে বসিয়ে দিলেন এবং মনে মনে খানিকটা হেসে চিন্তা করলেন, এই বুদ্ধিটা নিশ্চয়ই বীরবলের। বীরবলের বুদ্ধি ছাড়া এমন কথা ওরা বলতেই পারে না! তবে এই ভেবে মনে শান্তি পেলেন যে, বীরবলের জন্য আজ এই দু'জন লোক ফাঁসি থেকে রেহাই পেল ।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

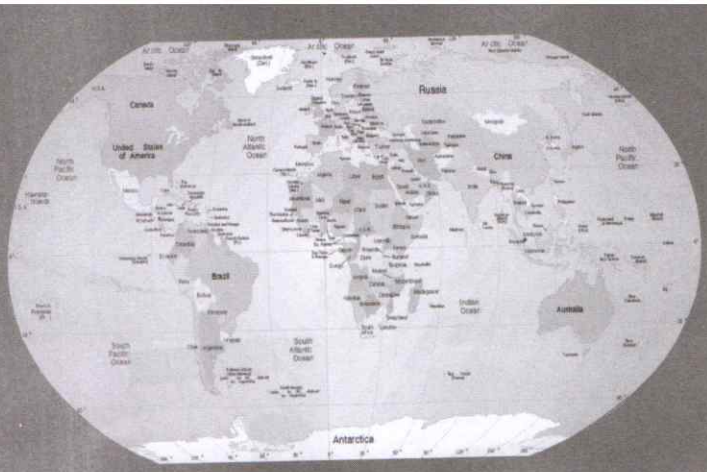

মাসিক বিশ্ব

০১.১০.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- ভারতে নিজেদের কার্যক্রম স্থগিত করে আফগানিস্তান দূতাবাস।
- বিশ্বে এই প্রথম আমদানি করা ইস্পাত, সিমেন্ট এবং অন্যান্য পণ্যের ওপর কার্বন নির্গমন শুল্ক আরোপ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ।

০২.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- ১০-১৪ বছর বয়সি অর্থাৎ পঞ্চম- নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষামূলক এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি-২০২৩ শুরু হয়।
আন্তর্জাতিক
- ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
- আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার শুরু
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ডেঙ্গু টিকা কিউডেঙ্গাকে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেয়।
- ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে উচ্চগতির বুলেট ট্রেন চালু করে।

০৩.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জমি নিবন্ধনের খরচ তথা করের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করে ১৪-১৮ বছর বয়সিদের ব্যবসার হিসাব খোলার সুযোগ করে দেয়।
আন্তর্জাতিক
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি আইনপ্রণেতাদের ভোটে পদচ্যুত হন।

০৪.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্রে প্রথম চা নিলাম অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

০৫.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৩৩তম দেশ হিসেবে পারমাণবিক ক্লাবে প্রবেশ করে।
আন্তর্জাতিক
- ভারতে ১৩তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন মেক্সিকো সীমান্তে আরও প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

০৭.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন।
আন্তর্জাতিক
- প্রথমবারের মতো প্রাইভেট রকেটের সফল উৎক্ষেপণ করে স্পেনের পিএলডি স্পেস নামের কোম্পানি।
- ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়।
- আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিকম্পে দুই হাজারের অধিক লোক নিহত।

০৮.১০.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- হামাসের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল।

০৯.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- মন্ত্রিসভায় নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি আট দিন বাড়িয়ে ১২০ দিন করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন।
আন্তর্জাতিক
- মরক্কোর মারাকাশে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও IMF-এর বার্ষিক সভা শুরু।

১০.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১১.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- তৃতীয়বারের মতো খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে দায়িত্বভার গ্রহন করেন তালুকদার আবদুল খালেক।
- কষির উন্নয়নে দেশের সবচেয়ে বড় একরের উদ্বোধন।
- সরকার দেশের সড়কে ৩৭৫ সিসির মোটসাইকেল চলাচলের অনুমতি দেয়।

১২.১০.২৩
বাংলাদেশ
- কক্সবাজারে দেশের বৃহৎ বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর প্রথম বিদেশ সফরে বিরানি যান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

১৩.১০.২০২৩
বাংলাদেশ
- মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্র বাংলাদেশের ১৫৩টি সিনেমাহলে মুক্তি পায়।

১৪.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (ICC) চেয়ারম্যান মারিয়া ফার্মাশা গাছে তিন দিনের সফরে ঢাকা পৌঁছেন।

আন্তর্জাতিক

- ফিলিস্তিনের গাজায় হামলার কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে সৌদিআরব।

১৫.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম শুরু।

আন্তর্জাতিক

- ইকুয়েডরের সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ড্যানিয়েল নোবোয়া।

১৬.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- দেশের ৬৫ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপিত 'কমিউনিটি আই সেন্টার' উদ্বোধন।

১৭.১০.২০২০

বাংলাদেশ

- ঢাকার ধানমন্ডিতে নবনির্মিত জয়িতা টাওয়ার উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক

- গাজার আল-আহলি আল-আরাবি হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় পাঁচ শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়।
- চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে তৃতীয় ইজও সম্মেলন শুরু।

১৮.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- ব্রাজিলের সাবেক ফুটবলার রোনালদিনহো প্রথমবার বাংলাদেশ সফরে আসেন।

আন্তর্জাতিক

- রাশিয়ার আইনসভার নিম্নকক্ষ স্টেট ডুমা CTBT অনুমোদন বাতিল করে বিল পাস করে।

১৯.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- ঢাকায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ীর ফিটনেস পরীক্ষার কার্যক্রম উদ্বোধন ।
- দেশের সবচেয়ে বড় স্টিল আর্চ সেতুসহ ৩৯ জেলায় ১৫০ সেতু উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০.১০.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- ইসরায়েলের আইনসভায় কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার সম্প্রচার এবং সেটির স্থানীয় কার্যালয় ৩০ দিনের জন্য বন্ধ করতে বিল পাস ।

২১.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- এমআরটি পুলিশের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক

- স্বেচ্ছায় নির্বাসিত পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দেশে ফিরেন।
- ভারত প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযান "গগনবানের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করে।

২২.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল ব্যাংক গঠনের প্রাথমিক অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক
- একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম বা শেষ অধিবেশন শুরু।

আন্তর্জাতিক

- আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

২৩.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- কিশোরগঞ্জের ভৈরবে যাত্রীবাহী এগারসিন্দুর ও মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে শতাধিক হতাহত।
- জাতীয় সংসদে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিল, ২০২৩' পাস।
- নবম শ্রেণিতে বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) বিভাজন না থাকার বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়।
- প্রচলিত সকল আইন হালনাগাদ করে 'বাংলাদেশ কোড' মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রকাশ করা হয়।

২৪.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে মধ্যরাতে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'হামুন'।
- বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু।

২৫.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০২৩' ও 'চিড়িয়াখানা বিল, ২০২৩' পাস।

আন্তর্জাতিক

- মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন মাইক জনসন।
- রাশিয়ার আইনসভার উচ্চকক্ষ ফেডারেশন কাউন্সিল CTBT অনুমোদন বাতিল করে বিল পাস করে ।

২৭.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- 'মুজিব একটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্র ভারতসহ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায়।

২৮.১০.২০২৩

বাংলাদেশ

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

কবিতা

রোভারিং

প্রতিজ্ঞা পাঠে ব্রত হয়ে
নিয়েছি সবাই দীক্ষা,
দেশের সেবায় করিতে কাজ
পেয়েছে নানান শিক্ষা।

আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী আর
বন্ধু হতে হবে সবার,
বিনয়ী অনুগত'র নেই তুলনা
জীবের প্রতি সদয়।
সদা প্রফুল্ল থাকবো সবাই
স্কাউট মিতব্যয়ী,
চিন্তা কথা কাজে নির্মল
আর হতে হবে ত্যাগী।

মদ,জুয়া, যৌনতা থেকে
থাকবো দূরে সবাই
শঠতা আর নাস্তিকতাকে
দেওয়া যাবেনা ঠাঁই।

দেশের সেবায় করিবো কাজ
মনে এরূপ আশা,
ইউনিফর্ম আর স্কার্ফটা যেন
মোদের ভালোবাসা।

লেখক:
রোভার মো: আবু হানিফ ছাব্বির
সদস্য, ইউনাইটেড ওপেন স্কাউট গ্রুপ

শরীয়তপুর সদরে নোংরা-হাজামজা খাল ও এর পাড় পরিস্কার কার্যক্রম

হাজী শরীয়তউলাহ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও শরীয়তপুর মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ -এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩-২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে "ছুটির অবসরে" নামে প্রকল্পে শরীয়তপুর সদরের বটতলা থেকে পাকার মাথা পযন্ত নোংরা-হাজামজা খাল ও এর পাড় পরিস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে প্রজেক্ট সম্বয়কারী হিসেবে ছিলেন স্কাউটার খায়রুল বাসার কলোল,এএলটি ও সম্পাদক হাজী শরীয়তউলাহ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস শরীয়তপুর জেলা রোভারের ২ জন জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি এবং প্রকল্পটির সংশিষ্ট সকল সদস্যগণ উক্ত কর্যক্রম সমন্বয় করেন।

হেরাল্ড ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর "ত্রয়োদশ বার্ষিক গ্রুপ ও ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্প-২০২৩" ২০ থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই, কুমিলায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পে দলের স্কাউট ও রোভার সদস্যরা অংশগ্রহন করেন। ক্যাসম্পর সকল কার্যক্রমসমূহ মোট ১১ টি চ্যালেঞ্জ বিভক্ত ছিল। ২০ অক্টোবর সকালে শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর রাতে ক্যাম্প ফায়ারের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের সমাপ্তি হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সমাবেশ গত ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত সরোজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় । সমাবেশ উদ্বোধন করেন সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব ডক্টর কিসিঞ্জার চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শামীম ভুঁইয়া স্যার। সমাবেশ এ ডেপুটি সমাবেশ চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সম্পাদক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান। প্রোগ্রাম চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন।

মো. আবু হাসনাত
সহ সম্পাদক, অগ্রদুত

"SAVE THE ENVIRONMENT & Say No to PLASTIC"

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশে চরম উষ্ণতা ও আদ্রতা ঝুঁকি, সমুদ্র পানির উচ্চতা বৃদ্ধির মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে এবং এর কারণে লাখ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কা রয়েছে পাশাপাশি শিল্প ও কৃষি উৎপাদন হুমকির মুখে পরার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

২০ অক্টোবর ২০২৩ ইং তারিখ বিইউবিটি রোভার স্কাউট গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত "ন্যাচারাল সাইট ভিজিট-২০২৩" প্রোগ্রামে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে "SAVE THE ENVIRONMENT" & Say No to PLASTIC" এই দুটি প্রতিপাদ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের কলাতলী বীচে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। এ সময় তারা জনসাধারণের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তনে প্লাস্টিক ও প্লাস্টিক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে একই সাথে তারা বীচ থেকে প্লাস্টিকসহ পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর বস্তু সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেয়।

এসময় রোভার লিডার মো: আসিফ উল হক জানান জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে এবং তারা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সাথে তিনি আরো জানান এই সংকট মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধকরন, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস অন্যদিকে বায়ু ও সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিকল্প কিছু নাই।

মো. আবু হাসনাত
সহ সম্পাদক, অগ্রদুত

রংপুর পিটিআই-এ ৫৯৪ ও ৫৯৫তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

সারাদেশের ১৫ টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে চলমান পরিমার্জিত ডিপিএড কোর্সের অংশ হিসেবে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর পিটিআইতে ৩০ অক্টোবর সোমবার ৫৯৪তম ও ৫৯৫তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

বাংলাদেশে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের সহায়তায় ও দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় ৫৯৪ তম ও ৫৯৫ তম ওরিয়েন্টেশনের কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আঞ্চলিক স্কাউটসের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ ও স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ মাহবুবুল আলম প্রামানিক। সকালে কোর্স ২টির সমন্বিত উদ্বোধন করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রংপুর এর উপ পরিচালক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম। রংপুর পিটিআই সুপার মোঃ রেজাউল হক এর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ২ জন কোর্স লিডার আব্দুর রশিদ ও মাহবুবুল আলম প্রামানিক, দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ, আঞ্চলিক উপ কমিশনার মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও রংপুর জেলা স্কাউটস সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম।

দিনব্যাপী আয়োজিত কোর্সে স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস, সাংগঠনিক কাঠামো, মৌলিক বিষয়সমূহ, স্কাউটসের বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম ও প্যাক মিটিং বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউট দল গঠন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্কাউট প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের এ যৌথ উদ্যোগে ২টি কোর্সে ৯১জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

বিকেলে সার্টিফিকেট বিতরণের মধ্য দিয়ে কোর্সটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ওরিয়েন্টশনে অংশ নেয়া পরিমার্জিত ডিপিএড কোর্সের অংশ-গ্রহণকারীদের নিয়ে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাব স্কউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার

স্কাউট সংবাদ

ব্রাদারহুড ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর দুইজন রোভারের ১৫৪ কিঃমিঃ পায়ে হেটে পরিভ্রমণ

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার এর অধিনস্ত ব্রাদারহুড ওপেন স্কাউট গ্রুপ,রংপুর এর দুইজন সেবা স্তরের রোভার মোঃ তানভীর ইসলাম খান ও রোভার রেজাউল করিম রেজভী। তাদের সেবা স্তরে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান থীম নিয়ে গত ১৭-২১ অক্টোবর, ২০২৩ রংপুর সদর উপজেলা হতে জলঢাকা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম সদর (ত্রিমোহনী বাজার, বঙ্গবন্ধু মুরাল, কুড়িগ্রাম) পর্যন্ত মোট ১৫৪ কিঃমিঃ পথ পায়ে হেটে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করেন।

তারা ১৭ অক্টোবর প্রথম দিন রংপুর সদর উপজেলা পরিষদ রংপুর হতে জলঢাকা উপজেলা পরিষদ, নীলফামারী পর্যন্ত ৩৯ কিঃমিঃ ১৮ অক্টোবর দ্বিতীয় দিন জলঢাকা উপজেলা পরিষদ, নীলফামারী হতে হাতিবান্ধা উপজেলা পরিষদ, লালমনিরহাট ৩৮ কিঃমিঃ ১৯ অক্টোবর, তৃতীয় দিন হাতিবান্ধা উপজেলা পরিষদ, লালমনিরহাট হতে কাকিনা বাজার, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট ৩১ কিঃমিঃ ২০ অক্টোবর চতুর্থ দিন কাকিনা বাজার, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট হতে লালমনিরহাট ডিসি অফিস ১৯ কিঃমিঃ এবং ২১ অক্টোবর পঞ্চম দিন লালমনিরহাট ডিসি অফিস হতে ত্রিমোহনী বাজার, বঙ্গবন্ধু মুরাল, কুড়িগ্রাম পর্যন্ত ২৭ কিঃমিঃ মোট ১৫৪ কিঃমিঃ পথ পায়ে হেটে পরিভ্রমণ করেন।

১৬ অক্টোবর রংপুর জেলা প্রশাসক ও রংপুর জেলা রোভার এর সভাপতি মহোদয় জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান এর আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিয়ে পরিভ্রমণ এর শুভারম্ভ হয়। ২১ অক্টোবর কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক ও কুড়িগ্রাম জেলা রোভার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ এর সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করে, তিনি রংপুর জেলা রোভার ও ব্রাদারহুড ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর এই দুই রোভারদের জন্য শুভকামনা জানান। এরই মধ্যে দিয়ে রোভারদের ৫ দিনে ১৫৪ কিঃমি পরিভ্রমণ এর সমাপ্তি ঘটে।

মো. আবু হাসনাত
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

"ভৈরব রেল দুর্ঘটনায় কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার"

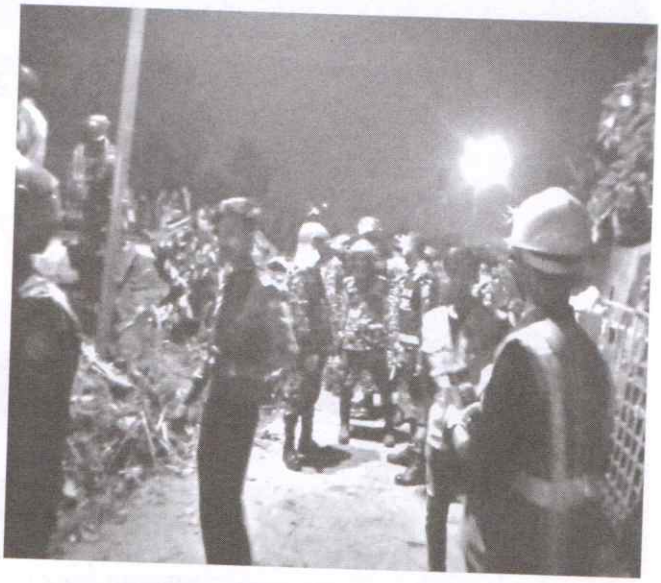

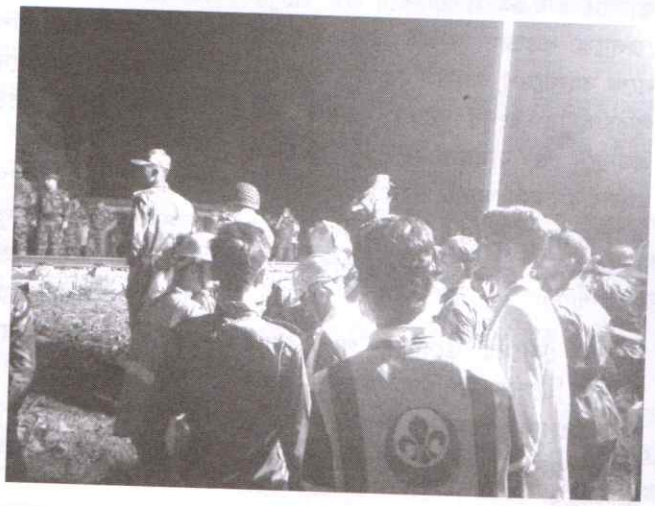

সর্বদা অপরকে সাহায্য করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয় একজন স্কাউট। সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকাই তাদের কাজ। গত ২১-২৩ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের আয়োজনে জেলা স্কাউটস ভবনে আয়োজন করা হয় ০৩ দিন ব্যাপী দক্ষতা অর্জন কোর্স। ২৩ অক্টোবর কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান চলাকালীন জানা যায় ভৈরবের ভয়াবহ রেল দূর্ঘটনার কথা। সেবার মন্ত্রে বিশ্বাসী রোভাররা সাথে সাথে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে বেরিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌছে তারা উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উদ্ধার পরবর্তী হাসপাতালে সেবা প্রদান করে ভৈরব রেল স্টেশনে অবস্থান করে। পরদিন সকালে ফায়ার সার্ভিস টিমের সাথে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

সংবাদ প্রেরক:
মুহাম্মদ কামরুল আহসান, এএলটি
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস
কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার।

রংপুরে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে এবং রংপুর জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা করণের লক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় রংপুর জেলা রোভার এর অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার জেলা স্কাউট ভবন অডিটোরিয়াম এ দিনব্যাপী ৩৫৪তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালে কোর্সের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও রংপুর জেলা রোভারের সভাপতি মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে একজন ছেলে-মেয়ে আর্দশ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কলেজ পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি করে রোভার স্কাউট দল গঠনের লক্ষে এবং রংপুর জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা স্কাউট রূপান্তর করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যয় হাশেম।

কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড.আরেফিনা বেগম-এলটি এবং প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের রংপুর বিভাগীয় রোভারনেতা প্রতিনিধি কাজী এ.এম জাকিউল ইসলাম-এএলটি, রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, গাইবান্ধা জেলা রোভারের জেলা রোভার স্কাউট লিডার তামজিদুর রহমান তুহিন, রংপুর জেলা রোভারের রোভার স্কাউট লিডার আব্দুর রহমান মিন্টু এবং সার্পোট স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রংপুর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল, জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্ট'স) মোঃ আশিকুর রহমান এছাড়াও সহায়তাকারী রোভার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা রোভারের সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন, জেলা গার্লইন সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোছাঃ রোকসানা খাতুন মায়, রোভার সিরাজুল ইসলাম সৈকত।

কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে রংপুর জেলা বিভিন্ন উপজেলার কলেজ পর্যায়ে স্কাউটিংয়ে আগ্রহী ও উদ্যমী ৪৮জন শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে স্কাউটিংয়ের প্রাথমিক ধারনা সফলতার সাথে অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশিক্ষানার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন করা হয়।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার

রংপুর জেলা রোভারের ৬৬তম জোটা ও ২৭তম জোটি অনুষ্ঠিত

বিশ্ব স্কাউট আয়োজিত বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল স্কাউট ইভেন্ট এবং ১৭২টিরও বেশি দেশের ২০ লক্ষেরও বেশি স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে ২০ অক্টোবর থেকে ২২অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ০৩দিন ব্যাপী অনলাইন প্লাটফর্মে মিলন মেলা ৬৬তম জোটা (জাম্বুরী অনদ্যা এয়ার) ও ২৭তম জোটি (জাম্বুরী অন দ্যা ইন্টারনেট) বাংলাদেশ স্কাউটসের স্পেশাল ইভেন্ট'স এর ব্যাপস্থাপনায় সারা দেশের ন্যায় রংপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ২০অক্টোবর শুক্রবার সকালে রংপুর জেলা স্কাউট ভবন অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিন দিন ব্যাপী জোটা জোটি ২০২৩ এর প্রথম দিনে জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি ও জোটা জোটি ২০২৩ এর জেলা রোভার কো-অর্ডিনেটর মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন এর সঞ্চলনায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড.আরেফিনা বেগম-এলটি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা রোভারের জেলা রোভার লিডার মোঃ আব্দুর রহমান মিন্টু, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার সহকারি পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন, জেলা স্কাউটের যুগ্ম সম্পাদক আখতারুজ্জামান সহ জেলা গার্লইন সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়া।

দিনব্যাপী জেলা স্কাউট ভবনে আয়োজিত এই জোট জোটি ক্যাম্পে রংপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের ৫০জন রোভার ও গার্লইন রোভার সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেছে।

বিশ্ব স্কাউটের তিনদিন ব্যাপী ৬৭তম জোটা ও ২৭তম জোটিতে রংপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের রোভার স্কাউট ও স্কাউটারবৃন্দ ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যাবহার করে অনলাইন প্লাটফর্ম সমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য আদান প্রাদান সহ শিক্ষা মূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

২০অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া তিনদিন ব্যাপী এই জোটি ও জোটি'র বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং কোড সংগ্রহ করে স্কাউট সদস্যরা বিশ্ব স্কাউট প্রদত্ত সার্টিফিকেট অর্জন করবে। জেলা রোভারের আয়োজনের পাশাপাশি রংপুর জেলায় বিভিন্ন ইউনিট পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটা ও জোটি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ডায়নামিক প্রোগ্রামে একটি ইন্টারেক্টিভ ব্রী-ডি ক্যাম্পসাইটের মাধ্যমে ওয়েবিনার, গ্লোবাল ক্যাম্পফায়ার, ট্যালেন্ট শো, লাইভ শো, মজার চ্যালেঞ্জ এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ধরনের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। এবারের জোটা-জোটির লক্ষ্য হল যোগাযোগ প্রযুক্তি, বৈশ্বিক নাগরিকত্বের মূল্যবোধ এবং একটি উন্নত বিশ্ব তৈরিতে তরুনদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে সব বয়সের তরুণদের সমর্থন করা।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার

কুমিল্লা জেলা রোভারমেট মতবিনিময় ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার - মেহনাজ হোসেন মীম আদর্শ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ২৫ জন রোভার সহচর দীক্ষা গ্রহন করে। অনুষ্ঠানে প্রাধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুমিল্লা জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব মো. মাইন উদ্দিন খন্দকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডি আর এস এল মো. দিদারুল হক (রিমন), উপজেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব মো. লিয়াকত হোসেন। জেলা রোভার প্রতিনিধি মো. মামুন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলেক উল্লাহ, রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার জনাব আবুবকর সিদ্দিকী।

সংবাদ প্রেরক:
আবুবকর সিদ্দিকী
রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার

পায়ে হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার ১৫০ কিঃমিঃ পরিভ্রমনে ৮জন রোভার স্কাউট

বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভারের ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪জন রোভার ও ৪জন গার্ল ইন রোভার প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট এওয়ার্ড লাভে পরিভ্রমণ ব্যাজ অর্জনের জন্য পায়ে হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার ৫দিনে ১৫০ কিঃমিঃ পরিভ্রমন যাত্রা গতকাল ৯অক্টোবর সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম কলেজ গেইট থেকে শুরু করেন। পরিভ্রমন যাত্রার উদ্বোধনীতে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ এনাম,রোভার স্কাউট লিডার প্রতিনিধি মোঃ এমরানুল ইসলাম, সহযোজিত সদস্য প্রলয় কুমার বড়ুয়া ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোভার পারভেজ সরকার। বাল্য বিবাহ রোধ করুন, দুষন মুক্ত পরিবেশ গড়ি, পলিথিন ব্যবহার রোধ করি, গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি, নিরাপদ সড়ক চাই, জনসচেতনতামূলক শ্লোগান নিয়ে পরিভ্রমনে অংশগ্রহণকারী রোভাররা হলেন হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের গার্ল ইন রোভার লুৎফুন নাহার ও শ্রাবনী দে, পটিয়া সরকারি কলেজের গার্ল ইন রোভার রোকসানা নাসরিন ও পুস্পিতা চক্রবর্তী, স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজের রোভার জয়ন্ত দে ও হৃদয় নাথ, বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজের রোভার মোঃ আবদুর রহমান খান ও ফাহাদুল ইসলাম। পথের মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন সুধীজনের সাথে মতবিনিময় করেন।

বার্তা প্রেরক
স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম
যুগ্ম সম্পাদক
চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটস

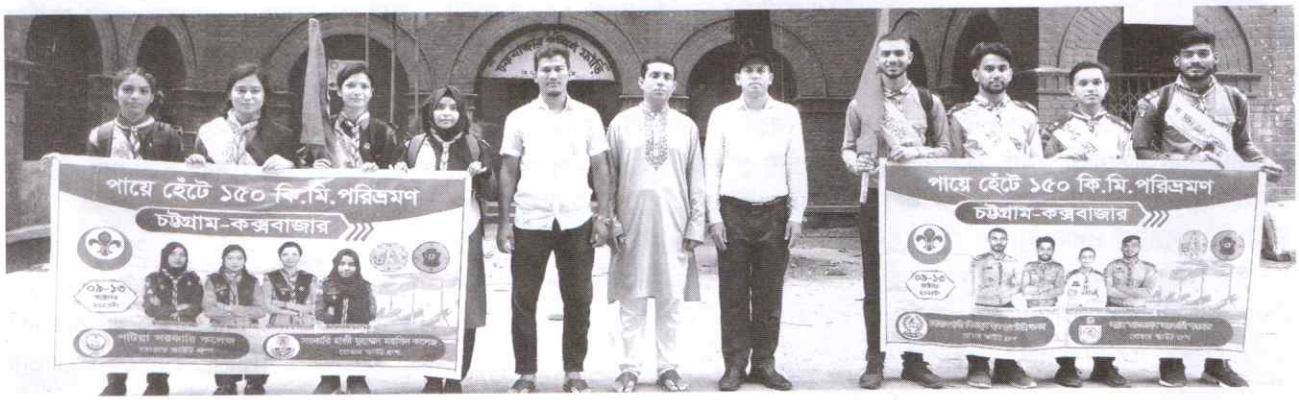

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS MOH&FW BANGLADESH

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার HPNSP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 10, October-2023

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Additional Charge) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000